শ্রীগুরু-শ্রেষ্ঠ



প্রভুপাদশ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 41

শ্রীগুরু-প্রেষ্ঠ

শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন



১৯৯৮

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৭০বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০২৬

ভিক্ষা—দশ টাকা

প্রকাশক ঃ—

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৭০বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০২৬
ফোন ঃ ৪৬৬-২২৬০

পুনর্মুদ্রণ ঃ

শ্রীগৌরাব্দ-৫১২, বিষ্ণু ; বঙ্গাব্দ-১৪০৪
চৈত্র ; খৃষ্টাব্দ-১৯৯৮, এপ্রিল।
শ্রীল ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী
মহারাজের আবির্ভাব তিথি।

মুদ্রাকর ঃ—

রিলায়েবল প্রিন্টার্স
কলিকাতা-৭০০ ০২৬  ফোন ঃ ৪৬৪-৩৮০৪

উপোদ্ঘাত

মাননীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও সহৃদয় নিরপেক্ষ পাঠকবর্গের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, আপনারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবার পূর্বে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণপূর্বক এবং তদীয় আদর্শ চরিত্রের পরম পবিত্রতা যাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তদীয় ''বাণী''র প্রতি প্রগাঢ় আস্থাবান হইয়া কাহারও প্রতি পক্ষপাতধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সহজ অভিধাবৃত্তি দ্বারা গ্রন্থের উপকরণগুলি পাঠ করিলে সত্য বিষয়ে অভিজ্ঞান হইবে সন্দেহ নাই।

কারণ অনেক সময় আমরা বিভিন্ন রুচির ব্যষ্টিজীবগণ নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তথা লৌকিক বা সামাজিক সঙ্গের প্রভাবে অর্জিত ও গঠিত সংস্কার বা মেধা ও প্রতিভা দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর বা ব্যক্তির সম্বন্ধে বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সঙ্গতি প্রভৃতি সম্বল করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা অধিকাংশ সময়েই পরিবর্তনশীল। এইজন্য আমি যদি গোলোক বৈকুন্ঠাদি পরজগৎ হইতে অবতীর্ণ পরম মুক্ত নিত্যসিদ্ধ দোষ-চতুষ্টয়-নির্মুক্ত ভগবৎ পার্ষদগণের দৃষ্টির আশ্রয়ে এবং তাঁহাদের বাণীকেই কষ্টিপাথররূপে মধ্যস্থ করিয়া স্ব স্ব চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করিয়া যদি বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করি তাহা হইলে আমাদিগকে আর ঐরূপ বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়ে অপ্রস্তুত হইতে হয় না। কারণ তাঁহারা নির্মৎসর, কাহারও স্তাবক নহেন বা জাগতিক কোন ব্যক্তির নিকট সম্মান প্রার্থী হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিরার জন্য অভাবগ্রস্থ বা কাঙ্গাল হইলে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের নিত্য সেবকাভিমান করিতেন না।

আপনারা কেহ যেন না মনে করেন যে, কতকগুলি লোক হৃদয়ে কোন অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া কিংবা কাহারও দ্বারা প্ররোচিত হইয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষের পূর্ণ অধিকার খর্ব করিবার জন্য তথা অপর অযোগ্য বা স্বল্পযোগ্য ব্যক্তিকে উন্নতাসনে আসীন করিবার নিমিত্ত ঈর্ষা, মৎসরতা বা স্তুতির ঢক্কানিনাদে সর্ব-সাধারণের নিকট সহানুভূতি সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন।

আমরা নিষ্কপটে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিতেছি যে, আমরা কোনরূপ অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া বা উৎকোচ-প্রলুব্ধ হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চয় করতঃ অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য আদৌ প্রয়াসী হই নাই বা হইব না।

আপনারা ইতঃপূর্বে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট লীলায় তদীয় অনুমোদনে মুদ্রিত বিষয়গুলি—যাহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন এবং যে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ বা আপত্তি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে কখনও উপস্থিত হয় নাই, সেই সকল অনতিরঞ্জিত কথাগুলিই মাত্র আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য পুনরায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

মাননীয় পাঠকবর্গ! আপনারা সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্বক প্রকৃত সত্য-অনুসন্ধিৎসামূলে এই গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, ইহাই সর্বশেষে আপনাদের নিকট নিবেদন।

৩ মধুসূদন, ৪৫১ শ্রীগৌরাব্দ।
২৮ এপ্রিল, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরু-প্রেষ্ঠ

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎ প্রসাদো
যস্যা প্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই শিষ্যের ভগবৎপ্রসাদ, ভগবৎসেবা ও বৈষ্ণবসেবার সৌভাগ্যোদয় হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রসাদ বা অকৃপা হইলে কোন স্থানে গিয়াও জীবের গতি নাই। এ হেন পরমমঙ্গল-নিলয় যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তাদৃশ গুরুপাদপদ্মের ত্রিসন্ধ্যা স্তব ও ধ্যান এবং মহিমা কীর্তন দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা-সাধনই আমাদের যাবতীয় সেবা-চেষ্টার একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু হওয়া দরকার। তাঁহার অপ্রসন্নতা-সাধনে জীবের কোন স্থানে বা কোন কালে মঙ্গলের সম্ভাবনা ত' নাই-ই অধিকন্তু তাহার গতি, উপায় বা আশ্রয় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসন্নতা-সাধনে উদাসীন থাকিলে জীবের নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হইয়া বহু ক্লেশভাক্ হইতে হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীগুরু-প্রসন্নতা উপেক্ষা করিয়া জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীদ্বারা ধন-মান-মদ

হইয়া জগতে গণগড্ডলিকার নিকট বহুমানিত হইলেও তাহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না—ইহা ধ্রুব সত্য।

এখন জিজ্ঞাস্য এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসন্নতা-সাধন কি উপায়ে সম্ভব হয়? তাহা আমাদের সকলেরই বিচার ও চিন্তার বিষয়। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলিয়া সকল শাস্ত্রে কীর্তিত হইলেও সাধুগণ তাঁহাকে শ্রীহরির একান্ত প্রিয়তম বলিয়া ভাবনা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা তদীয় প্রেষ্ঠসেবকের আনুগত্যে লাভ হয়, ইহাই শাস্ত্র ও সাধুগণ সর্বক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। জীবগণ শ্রীগুরুসেবার সুযোগ তদীয় প্রেষ্ঠের অনুগ্রহেই পাইয়া থাকেন। এক্ষণে এই তদীয়ের পরিচয় আমরা আবার কিভাবে পাইব, তাহা শ্রীগুরু-মুখপদ্মবিগলিত বাণীই আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভগবৎসেবা-চাতুর্য, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচার ব্যবহার, শ্রীগুরুদেবের প্রতিপদবিক্ষেপ, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট প্রভৃতি তদীয় অনুকম্পিত প্রেষ্ঠসেবকের আনুগত্য ব্যতীত সর্বক্ষণ সন্নিকটে অবস্থান করিয়াও কোন প্রকারেই অবগত হইবার সৌভাগ্য হয় না।

মানুষ নিজে দ্রষ্টা সাজিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে দৃশ্যজ্ঞানে নিজের চশমায় দেখিতে গেলে গুরু-বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য-মানবকে দর্শনশক্তি দিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্যগ্‌রূপে দর্শন সম্ভব। শ্রীগুরুদেবের ভিতর দিয়াই বৈষ্ণব দর্শন হয়।

কাহার সঙ্গ-প্রার্থীর জন্য শ্রীল প্রভুপাদের হার্দী আকাঙ্ক্ষা আমরা দর্শন করিয়াছি, কাহার বিরহ শ্রীল প্রভুপাদ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া আবেগভরে তদীয় প্রেষ্ঠের দর্শন-কামনায় কি ভাবে উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার নিকট পত্রের আদান প্রদান করিয়াছেন, কাহার সেবাচেষ্টায় শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়াছে, কাহার ক্ষণিক বিরহ শ্রীল প্রভুপাদের যুগ-তুল্য মনে হইয়াছে, কাহাকে তিনি তাঁহার নিজ ভজনের প্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়া পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বাণীর বহুস্থানে শ্রবণ করিয়াছি ও স্বকরাঙ্কিত বহু পত্রাবলীর মধ্যে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। যাঁহার গুণ-গরিমা-কীর্তন শ্রবণ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের গন্ডস্থল আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়াছে, যাঁহার সৌম্য স্নিগ্ধমূর্তি দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় এক অনির্বচনীয় ভাবে আপ্লুত হইয়াছে, যাঁহার অনুমোদন অভাবে কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে না এরূপ ভাব পোষণ করিতেন, তিনিই যে তাঁহার প্রেষ্ঠ সেবক তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে এরূপ কোন গুরুসেবকের আশা করা উচিত নয়।

আমরা যদি নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে বাসনা করি, যদি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি লোলুপ না হইয়া শ্রীগুরুদেবের মহিমা ও তাঁহার শিবদা বাণী অক্ষুণ্ণভাবে নিজজীবনে প্রতিফলিত করিয়া প্রচারে উদ্যোগী হইতে চাই, তবে তিনি যেভাবে ভগবৎ-সেবা-সৌষ্ঠব বিধান

কাহার আনুগত্যে সম্ভব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত নয় ? তাই শ্রীগুরুমুখবিগলিত বাণীর পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবার জন্য, আলোচনা করিয়া অনুশীলন করিবার জন্য, অনুশীলন করিয়া অনুধাবন করিবার জন্য, অনুধাবন করিয়া নিজ জীবন সেইভাবে পরিচালনা করিবার জন্য নিম্নে সেই গুরুদেবের বাণী যথাযথ ভাবে কীর্তন করিব।

সুযোগ পাইয়া নিজের কিছু গৌরববৃদ্ধি করিয়া লইব, সুযোগ বুঝিয়া নিজ দল পরিপুষ্ট করিয়া লইব, এই সব দ'লো মতবাদ হইতে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকিয়া শুনিতে হইবে শ্রীল প্রভুপাদ কি মঙ্গলময়ী বাণী এতদিন ধরিয়া তাঁহার চিৎশোণিত ব্যয় করিয়া আমাদের মত পতিত জীবকে উদ্ধারের জন্য কি না প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হইয়া সেই বাণীর কদর্থ না করিয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে নিষ্কপটে প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহার বাণীর যাথার্থ যাহাতে আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি পায় তজ্জন্য আমরা নিবেদন জানাইব -- হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব ! আজ আপনার অপ্রকট লীলায় যে বিষম সংকট উপস্থিত হইয়াছে সেই সঙ্কটে আপনিই আমাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা। আপনি নিত্যবস্তু, সনাতন বস্তু, আপনার উপস্থিতি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিয়া যাহাতে নিষ্কপটে আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি গোলোক হইতে আপনি সেই আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

আপনি সাক্ষাৎ ভাবে থাকিতে এরূপ দুর্দশার কথা একবারও ভাবিবার অবসর হয় নাই। আজ আপনি আমাদের সাক্ষাৎ দর্শনের অন্তরালে যেতে না যেতেই কি এক ভীষণ অবস্থার উদয় হইয়াছে তাহা অবশ্যই আপনি দর্শন করিতেছেন।

আমাদের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, এই মহাসংকটে আপনি নিশ্চয়ই গোলোক হইতে আপনার অনুগতজনের প্রতি কৃপাশীষ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন। আপনার প্রেষ্ঠজনের আনুগত্যে থাকিয়া আপনার বাণীর প্রকৃত মর্মার্থ গ্রহণে সমর্থ হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মের অলৌকিক ও অসমোর্ধ্ব মর্যাদা রক্ষণে সমর্থ হই - এই প্রার্থনাই আজ আমাদের একমাত্র সম্বল হউক। স্ব স্ব পদ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তৎপর না হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মর্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ও লোকলোচনে কোন প্রকার শ্রীগুরুদেবের মর্যাদা হানিকর কোন কার্য যাহাতে না হয় তজ্জন্য আমরা সকলে একসূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের বাণী যথাযথভাবে কীর্তন করি। তাঁহার প্রেষ্ঠের সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং যেসকল বিষয় কীর্তন করিয়াছেন, যে সকল বিষয় শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে, যাঁহার মহিমা তাঁহার প্রয়োজনের দ্বারা বহুভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, যাঁহার অতুলনীয় সেবাসৌন্দর্য, যাঁহার লোক ব্যবহারে অলৌকিক নিপুণতা, শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় দক্ষতা ও সমগ্র জগৎকে সেইপথে নিয়োজিত করিবার অসাধারণ প্রয়াস এবং কৌশল প্রভৃতি

গুণাবলী শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং কীর্তন করিয়াছেন, সেই সকল বিষয় আমাদের এই দুর্দিনে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা হইতে ও শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে আলোচনা করিতেছিঃ

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Sree Bhaktivinode Asan,
8-1-21.

স্নেহবিগ্রহেষু,

প্রাণাধিক কুঞ্জবিহারী, আজ কয়দিন তোমার পত্র পাই নাই। অনেক আশা ছিল যে জানুয়ারী মাসের ১০।১১ই নাগাদ তোমার পুনরায় দর্শন পাইব, কিন্তু সে আশা আর নাই। তুমি শীতে কষ্ট পাইতেছ, তাহার কতকাংশ আমরা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে থাকিয়াও মনে করিলে তোমার কষ্টের কতকটা অনুমান করিতে পারি। অত শীত দেশে যাওয়াটা আদৌ সঙ্গত হয় নাই, একথা আর কতবার জানাইব। তুমি যদি জানুয়ারী মাসের প্রথমে start করিয়া থাকিতে তাহা হইলে আমি তোমাকে দেখিয়া যাইতে পারিতাম। সম্প্রতি আমার পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে এক বিস্ফোটক দেখা দিয়াছে। ডাক্তার একেন্দ্র এবং অন্যান্য লোকেরা তাহাকে কার্বঙ্কল মনে করিতেছে। অহর্নিশ যন্ত্রণার অভাব নাই। আমার জীবনের

আশা-ভরসা কম মনে করিতেছি। যদি পারি তোমার নিকট আরও একখানা পত্র লিখিতে সময় পাইব। নতুবা এই পত্রখানিকেই শেষ পত্র জানিয়া পাঠ করিও। তুমি বিদেশে একা আছ সুতরাং আমার কষ্টের কথাসকল লিখিয়া তোমাকে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নহে। হাঁনিয়ার অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়। যদি অধিক দিন আর না থাকি, তাহা হইলে এই পত্রের দ্বারা আমার আশীর্বাদপুঞ্জ জানিবে। যাহাতে শরীর ভাল থাকে সেইরূপ থাকিয়া শ্রীহরিনাম করিবে। হঠাৎ কোন কার্য করিও না। যাহা করিবে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া করিও। শ্রীনাম-কীর্তন ব্যতীত পৃথিবীতে থাকা কালে আর অন্য কোন সাধন ভজন নাই। বাকীগুলি প্রাপ্তিকালে প্রাপ্য বলিয়া জানিবে। খুব ধৈর্য ও কৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া তুমি বিদেশে গিয়াছিলে, তাহার ফলে আমার শেষ সময়েও তোমাকে মনে মনে দেখিতে পাইলাম। এরূপ হঠাৎ কার্য অবিবেচনার ফল, আমরা কখনও সেরূপ কার্যের সম্মতি দেই নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামীর চারিটী কার্য ছিল— (১) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (২) ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার, (৩) বৈষ্ণবস্মৃতি ও সমাজ স্থাপন ও (৪) শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ লোক-সমাজে প্রকট। তদনুকরণে আমি বা আমার প্রাণাধিক তোমরা ঐ চারিটী বিষয় সাধ্যমত যত্ন করিও। পৃথিবীতে থাকা কালে এই চারিটী, পরে শ্রীগৌরকৃষ্ণের কৃপা লাভ ঘটে। ভক্তিসিদ্ধান্ত অর্থাৎ বেদান্তের বৈষ্ণব-পক্ষ সমর্থন। যাহাতে ইংরাজী ভাষায় ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ অনু-

বাদিত হইয়া প্রচার হয় তজ্জন্য যত্ন করিও। আমি এই সকল চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে অন্যত্র যাইতে হইবে বুঝিতেছি। যদি এ যাত্রায় রক্ষা পাই, তবে এ সকল বিষয়েরই বিস্তার করিয়া তোমাদের জানাইব।

আর এক কথা এই যে, শ্রীচৈতন্যমঠে তোমাকে তিনজন ট্রাষ্টীর মধ্যে একজন স্থির করিয়াছি। আমার ইচ্ছানুসারে তুমি ঐ কার্য স্বীকার করিয়া হরিসেবার কার্য করিও। তুমি আমাকে বিশেষ ভালবাস সেইজন্য কিছুদিন পরে এ শরীরে না হইলেও যে কোন অবস্থায় থাকি, দেখা পাইবে ও দেখা করিব। এই পত্রখানি পাইয়া পরমোৎসাহে হরিভজন করিবে। সুযোগ পাইলে আরও চিঠি লিখিবার চেষ্টা করিব। শ্রীমান সম্বিদ্ তোমার জন্য ভাল তেল-ঘৃত পাঠাইয়াছে। কষ্টের মধ্যে এই যে, তুমি শীতের মধ্যে থাকিয়া কিছুই খাদ্য-দ্রব্যাদি পাও না। আমরা নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে নানা আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত হইয়া নানা ভোজনে ব্যস্ত থাকায় দেহে ঐ সকল ব্যাধি আসিয়া আমাকে তোমাদের নিকট হইতে অনেক দিনের জন্য তফাৎ করিতেছে। যে দিন হইতে তুমি চলিয়া গিয়াছ তদ্দিনাবধি আমার হৃদয়ে কোন সুখ নাই, প্রচারকার্যে কোন উৎসাহ নাই—অনেক সময়েই অশ্রু বিসর্জন করি। শ্রীবার্ষ-ভানবী তোমার কল্যাণ করুন। তোমার সরলতা জড়বিষয়-ত্যাগ ও ক্ষুদ্র আমি—আমার প্রতি ভালবাসা আমার নিত্যকাল

স্মরণীয় বস্তু। তোমার মত কোন জন্মে "ত্যাগী" হইতে পারিলে কৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই দয়া করিতে পারেন। যে সকল কার্য আমি আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই সকল কার্য তোমরাও পরমোৎসাহে চালাইতে থাক। উহাতেই রাধাগোবিন্দের প্রীতি হইবে।

"যেদিন তোমার ভাবে আমার এ প্রাণ যাবে
সেইদিন দিও পদাশ্রয় ॥"

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কোন একটী অনিপুণা গোপললনাকে নয়নমণি মঞ্জরী বলিয়া ডাকেন এবং সর্বদা নিজের কাছে রাখিতে চান, কিন্তু সেই মূঢ়া পতিবঞ্চনা-কার্যে অসমর্থা বলিয়া নানাপ্রকার বাহ্যকৃত্যে সময় যাপন করে, কিন্তু পরম সুশোভনা বিমল-মঞ্জরী বিনোদিনীর সঙ্গবিমুখা হইয়া নয়নমণির সঙ্গ দূরে বর্জন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং নয়নমণি বার্ষভানবীর অন্বেষণে যাহাতে একান্ত মনে যত্ন করিতে পারেন উহাও বিমলমঞ্জরীর কৃত্য। যাহা হউক তুমি তথাকার সুখ সৌভাগ্য ত্যাগ করিয়া ভারতের দিকে আসিবার যত্ন করিও। আমার দেখা পাও ভালই, নতুবা তুমি এই সকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আমাকে পাইতে পারিবে।

নিত্যাশীর্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষের শ্রীব্যাসপূজার প্রত্যভিভাষণে—

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন,—

স্নেহবিগ্রহ বিদ্যাভূষণ—যিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় মাদৃশ দুর্বল হরিবিমুখ জনকে উন্মুখ করিয়াছেন, যিনি বহির্মুখ-চিন্তাপর কলিকাতা রাজধানীর নাগরিকগণের পার্থিব ভোগ-ত্যাগাহঙ্কার-মূলা চিন্তা-নদীকে শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরশিক্ষা-প্রচারের সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়াছেন, যাঁহার অনুপম সেবাপ্রবৃত্তি নরলোকে দুর্লভ, যিনি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকট দিবসে তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপে নয়ন-পথে দর্শন দিয়া পরে আমাকে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ দেন নাই, তিনি সকল সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমাকে আমার শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদ 'কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হউক' এই বাক্যের সর্বতোভাবে সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহারই কুঞ্জে বিহারের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকসম্প্রদায় ধাম-সহ গান্ধর্বা-গিরিধরের সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই একটি চেষ্টা—এ বৎসরের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়; উহা "গৌড়ীয়-মঠ প্রদর্শনী" নামে ত্রিগুণতাড়িত জনগণের জন্য অর্চামূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই গৌড়ীয় প্রদর্শনীর পূর্বে যিনি শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীর অঙ্কুর আবা-হন করিয়া পরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশের পরবর্তী সময়ে

পারমার্থিক সম্মিলনীতে আমাকে চিন্ময়ী আলোচনায় সুযোগ দিয়াছিলেন, সেই অকৃত্রিম স্নেহবিগ্রহের শাখা প্রশাখা-সূত্রে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা শ্রবণ-কীর্তন-বারিতে সিঞ্চিত হইয়া যে কুঞ্জ স্থাপন করিবে, সেই কুঞ্জেই কুঞ্জবিহারী "দীব্যদ্ বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ" শ্লোকোক্ত শ্রীগান্ধর্বা-গিরিধরের সহিত "তামালিভিঃ পরিবৃত ইদমেব যাচে" এই সংকল্পকল্পদ্রুমের প্রকট করাইবেন। সেই স্নেহবিগ্রহের ধামের 'কুকুর' হইতে পারিলে আমার জীবন ধন্য জ্ঞান করিব। যাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পার্ষদ ও ক্রিয়া আমাকে ঠাকুর নরোত্তমের কথিত রামচন্দ্র-সঙ্গে বাক্য-যাথার্থ্যে অবস্থিত করাইয়াছে, যাঁহার চেষ্টা-সমূহ আমাকে শ্রীগৌর-গদাধরের প্রণয়ের উদ্দেশ জানাইয়া দিয়াছে, তাঁহার সুশীতললতা-মন্ডপের স্নেহদৃষ্টিতে তদনুরাগী জনগণ যাহাতে সর্বতোভাবে বাস করিতে পারেন,—ইহাই আমার প্রার্থনাশীর্বাদ। ভগবদ্ভক্তকে কেহ প্রাকৃত-বিচারে গর্হণ করিবেন না। ঈশ্বরে প্রীতিই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পথ; সেই শ্রীগৌরসুন্দর মহা-ভাগবত জনের একমাত্র আশ্রয় ও তিনিই শ্রীমহাভাগবত-আশ্রয়ের একমাত্র বিষয়, এই উপলব্ধি সংগ্রহের জন্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-ভক্তিসিদ্ধান্ত আমার প্রীতিভাজন স্নেহবিগ্রহগণকে ও আমার প্রতি প্রীতিদৃষ্ঠিসম্পন্ন প্রাগ্ গুরুবর্গকে একসূত্রে গুম্ফিত করিবে। ইহাই পরস্পরবিরোধী পার্থিব জগতে অবতীর্ণ শ্রুতিমন্ত্র-সমূহের গুম্ফনকারী ব্রহ্মসূত্র—যাহার ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত ও তাহার

অমৃতোত্তর শ্রীচরিতামৃত গৌড়ভাষাচার্য্য়য় নিত্যপ্রকটিত বিগ্রহদ্বয় ; ইহাই নয়নানন্দের বাণীর সার্থকতা এবং পঞ্চবিধ ভক্তির মধ্যে নাম-সংকীর্তন, ভাগবত পাঠ ; উহাই নিত্যপ্রকটিত অবিমিশ্র চিন্ময়বিগ্রহ-সেবা ; উহাই বৈষ্ণব-সেবা ; উহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ।

সেই স্নেহবিগ্রহ যখন দেখিলেন যে, ঐশ্বর্যদর্শনকারী ভক্তমন্ডলীর সহিত মাদৃশ তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহ্য-গুণসম্পন্ন, অমানী ও মানদ সদা হরিকীর্তনাভিলাষী জনের প্রতি ঐশ্বর্য-দর্শনে পরশ্রীকাতর পার্থিবজ্ঞানোন্মত্তের মৎসরতা উৎপাদন করাইয়াছে, তখন আমার নির্জনবাসের জন্য যে একায়ন মঠ হংসক্ষেত্রে স্থানান্তরিত মঠ শ্রীগৌরসুন্দরের ধাম-সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা আবশ্যক, তখনই শ্রীচৈতন্যমঠের পূর্ব কুটীরের উপরিস্থিত গৃহটি আরও সুসজ্জিতভাবে শ্রীচৈতন্যমঠের বহির্দ্বারে নির্মিত হওয়া আবশ্যক, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে যাহাতে শ্রীমায়াপুর হইতে অন্যত্র নির্জন স্থানে না যাইতে হয়, তজ্জন্য একায়ন মঠেরই উপরিতন কুঞ্জ ভক্তিবিজয়-প্রকোষ্ঠ-নির্মাণ করাইবার সকল চেষ্টা আমাদের স্নেহবিগ্রহ ভক্তিবিজয়ের সেবার উপকরণরূপে নির্দেশ করিলেন। তৎফলে আমরা শ্রীচৈতন্যমঠ-তোরণ ভক্তিবিজয়-ভবনের গরুড়-স্তম্ভের সেবকরূপে স্থাপিত হইলাম। ভক্তসন্তাপহারী বিষয়-বিগ্রহ শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীগণাধিরাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাঁহার একনায়কত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন; যেহেতু ভেদাংশ-

প্রতীতিতে সত্ত্ব-তমোমিশ্রিত ভাবের একত্বেই গণাধিপত্য; সেই গণপতি অপেক্ষা বহুবিঘ্নের আদর্শ চরিত্র, আশ্রয়-চিন্ময় বিগ্রহ প্রহলাদ জাগতিক বিঘ্নের সম্বেদক-সম্প্রদায়কে সৎপথে আনয়ন করিয়াছেন; সেই প্রহলাদ গরুড়স্তম্ভরূপে বিষয়-বিগ্রহ নৃসিংহের সেবা-মন্ত্রে জগদ্বাসীকে দীক্ষা দিয়াছেন। শ্রীআঞ্জনের গরুড়-স্তম্ভরূপে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাদর্শ দেখাইতেছেন। আমার শ্রীগৌরসুন্দর অবতারী হওয়ায় আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীবার্ষ-ভানবীর সহিত গান্ধর্বারমণের একত্ব-প্রদর্শনকল্পে সমসিংহাসনে যুগল-মূর্তি ও মধুর রসের বিভিন্ন কায়ব্যূহ-সমূহ সংশ্লিষ্ট। সেই কায়-ব্যূহ-সমূহের প্রিয়-নর্মাদিবিচারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহের প্রকাশভেদ। আমার গুরুবর্গের স্বরূপ, স্নেহবিগ্রহগণের স্বরূপ-শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রকোষ্ঠের সিংহাসনের নিকট ও উপরেই। আবার, স্নেহবিগ্রহে অন্তরঙ্গ-বিচারে—শ্রীস্বরূপের রঘুনাথ-বিচারে শ্রীরূপ-রঘুনাথ স্নেহবিগ্রহের পরমোদ্দশ্যের বিষয়। আমি সেবা-বিহীন, সুতরাং একের সেবা করিতে গিয়া তেত্রিশ-কোটি দেবগুরুবর্গ আমার সেব্য-বিগ্রহ ও তদ্দ্বিতীয়-স্বরূপ স্নেহ-বিগ্রহের সেবা-বঞ্চনা-কামনায় যে সকল ঐশ্বর্যময় প্রতিষ্ঠানের সেবক হওয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে পূর্ণস্নেহবঞ্চিত করিতে ঘুণা-ক্ষরেও যত্ন করেন, তাঁহারা আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া আমার সেব্যের সেবায় উদাসীন হইবেন না। সেব্যের প্রতি অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার-রহিত হইয়া যতদিন ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকিবেন. ততদিন ঔদার্য-বিগ্রহ-শ্রীগৌরগদা-

ধরের দয়া আপনাদের বিরূপ চেষ্টার দ্বারা পাইবেন না। গৌরের আমার সবাই ভাল—গৌরের আমার মায়াবাদ-নিরসন, গৌরের আমার গদাধর-প্রীতি, গদাধরের আমার বল্লভাচার্যে কৃপা, নিতাইর আমার কালাকৃষ্ণদাসে কৃপা, জয়দেবের আমার পদ্মাবতী-প্রীতি, বিদ্যাপতির আমার লছিমা-প্রীতি, গৌরের আমার গুণরাজখানে প্রীতি, স্নেহ-বিগ্রহের আমার প্রাকৃত-স্বজন-প্রীতি-বোধ যেন আমাদিগকে ভক্তিসোপন হইতে ভেদ-বিচ্যুতি না ঘটায়। অচিন্ত্যভেদাভেদের কথার সান্নিধ্যলাভ ঘটিলে, ব্যক্তিবিশেষের আনন্দবর্ধনের জন্য তাহার শুশ্রূষা করাই আবশ্যক, অন্য কোন কার্য আমাদের নাই; কেন না আমরা রাইকানুর স্নেহবন্ধনে নিত্য শৃঙ্খলবদ্ধ। সেই শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াই আমরা ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা কৃষ্ণজ্ঞানের পূর্ণতমতা দেখি। মাথুরজ্ঞানে পূর্ণতরতা, দ্বারকাজ্ঞানে পূর্ণতা দেখি, ব্রজমণ্ডলে আমার দাউজিকে কত প্রণয়চক্ষে দেখি, সুবলাদি সখাকে কত প্রেমচক্ষে দেখি; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে এগুলি দেখি না কেন? সেখানে নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানের প্রচণ্ড সূর্যালোক, বিশিষ্টাদ্বৈত বিচারের পরমৈশ্বর্য, মাধ্বদ্বৈত-বিচারের কৃষ্ণোপা-সনার অঙ্কুরোন্মেষ, কিন্তু কৈ? গান্ধর্বা-গিরিধরের বিলাস-বৈচিত্র্য দাক্ষিণাত্যের অন্তিম প্রান্তে যে বিপ্রলম্ভরসে কাতরা রত্নাকর-সম্ভবা দুর্গা, তাঁহাকে কেন অনূঢ়া কৃষ্ণপ্রেয়সী বিপ্র-লম্ভ-রসোন্মেষিণী মহাভাগবতরূপে দর্শন না করিয়া দধির আদর্শে মহাকালের অনূঢ়া বিরহকাতরা কান্তারূপে দেখিতে

যাই? ওঃ! পার্থিবরাজ্যে বিকৃত প্রতিফলিত দৃষ্টিতে বিবর্ত-বাদাশ্রয়! এই অনূঢ়া গোপীকে দর্শন দিবার জন্য গোপী-জনবল্লভ অনূঢ়া গোপীর ভাবের সহিত শিক্ষয়িত্রী পরোঢ়া গোপীর ভাব লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই কুমারিকা-অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! গরুড়স্তম্ভের মর্যাদাবাদ, রুচিপ্রধান-পথের রাগানুগ চেষ্টা কি আবার শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যমিলন দেখাইবার জন্য কুমারিকা-অন্তরীপে শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর অর্চাবতাররূপে প্রকটিত হইবেন না?

নিত্যাশীর্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গত ২৭ ডিসেম্বর (১৯৩৬) রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় স্বধামগত শ্রেষ্ঠার্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি সভা-উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণসদনে পরমা-রাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট লীলায় শেষ বক্তৃতা করেন। তিনি শীঘ্রই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবেন ইহার ইঙ্গিত পাইয়াই পরবর্তীকালে তাঁহার সেবকগণ কাঁহার আনু-গত্যে বাস করিলে প্রকৃত গুরুসেবার মর্ম উপলব্ধি করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন, ইহা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিবার জন্যই মিশনের পরিচালন কার্যের ভারপ্রাপ্ত মহামহোপদেশকে আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী পরবিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর আনুগত্যেই সকলের মঙ্গল হইবে ইহা বুঝাইবার জন্যই সর্ব-

সমক্ষে বলিয়াছেন, শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রচুর পরিমাণে জয়যুক্ত হউন। তাঁহার সহকারী ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিলে তাঁহাদেরও প্রচুর মঙ্গল হইবে।

জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীল কুঞ্জদা'র কিরূপ সম্বন্ধ সে বিষয় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের পার্শ্বদেশে মর্ম্মর ফলকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অদ্যকার এই দুর্দিনে আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ মহামন্দিরের মূল স্তম্ভ।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণ ও সেবা সমৃদ্ধির মূল কারণ।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ রচনার আদি শিল্পী।
শ্রীল জগবন্ধুর সেবাবৃত্তি উদ্বোধন ও সম্বর্দ্ধনের মূল মন্ত্রী।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভাগবতরত্নমালার মধ্যমণি।
শ্রীগুরুসেবার মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের প্রেষ্ঠমূর্তি।
শ্রীগুরু মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের প্রধানতম সহায়।
শ্রীগুরুসেবা-শিক্ষকের অগ্রণী সেবাসহিষ্ণু-শিরোমণি।
শ্রীগুরু-সেবক সেবাব্রত হরিগুরুসেবায় বিশ্বনিমন্ত্রণকারী।
শ্রীগৌড়ীয়জন-বন্ধুবর।

৩১শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার (১৯৩৬) পরমারাধ্য শ্রীল

প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের দিবস যে সকল কথা আমাদের Guiding principle স্বরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাও সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে যথাযথভাবে প্রকাশিত হইল ঃ

"Form a Governing body of 10 to 12 persons for Management of Mission work but Kunja Babu will manage so long as he lives.

Kunja Babu's sympathy for me brought me in connection with so many persons. His intelligence excelled all. His sympathy for me knows no bound.

I advise you (Kunja Babu) to be courageous and callous? as I am callous to all. This should be your guiding principle.

I told the other day and again I say Kunja Babu should be respected by as long as he lives.

Not to quarrel with one another.

বাসুদেব যেন কিছু কথা লেখালেখি করে। সুন্দরানন্দও প্রোফেসার বাবুকে যেন সাহায্য করে।"

১৯৩৭ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে পরামর্শ-সভায় উপস্থিত সভ্যগণের সমক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশগুলি পঠিত হয়।

গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ৫০৪ পৃষ্ঠা—

২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বুধবার প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরের শ্রীযোগপীঠের নাট্যমন্দিরে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে সেবকগণের সেবা-স্বীকার প্রসঙ্গে পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর আদর্শ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আচার্যত্রিক প্রভুর ন্যায় মহাপুরুষের গুণ-কীর্তন করিবার গুরুভার তাহার উপর ন্যস্ত না হইয়া শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর উপর ন্যস্ত হইলেই সুষ্ঠু হইত। বৈষ্ণববর অনন্ত বাসুদেব প্রভু আচার্যত্রিক প্রভুর অনন্ত-গুণাবলী বর্ণন করিলে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইতাম। আচার্যত্রিক প্রভুকে তাঁহার বাহ্য চেহারা দেখিয়া কোন অক্ষজ জ্ঞানবাদী মৎসর ব্যক্তি কিছুই চিনিতে পারিবেন না। বাহিরের চেহারা দেখিয়া বৈষ্ণব চেনা যায় না। আচার্যত্রিক প্রভুর বৈষ্ণবতা সম্পূর্ণ সহজ-সরল-বৈষ্ণবতার আদর্শ। জগতে কৃত্রিক বৈষ্ণবতার উদাহরণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে 'ধার করা' বৈষ্ণবতা, 'লোক দেখান' বৈষ্ণবতা, 'সাজান' বৈষ্ণবতা, 'প্রাতীতিক' বৈষ্ণবতা লইয়া বৈষ্ণব-নামে পরিচিত হন কিন্তু আচার্যত্রিক প্রভুর বৈষ্ণবতা সম্পূর্ণ সহজ ও সরল বৈষ্ণবতা ; ইহাতে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতার ছায়া নাই, লেশমাত্র অনুকরণের ভাব নাই। ইহা যেন

গঙ্গোত্রীধারার মত অতি স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইয়া অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। এরূপ সহজ বৈষ্ণবতা গুরুসেবার মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি লইয়া অনর্গল প্রবাহিত। আচার্যত্রিক প্রভুর নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তৎসঙ্গে সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে তাঁহার আদর্শ গুরু-সেবাময় রূপটি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিষ্কপট গুরুসেবা বৃত্তিটী যেন বিগ্রহ-ধারণ করিয়া আচার্যত্রিক প্রভুরূপে জগতে প্রকটিত হইয়া-ছেন। অনেক ধর্মোন্মত্ততা, পৌত্তলিকতা, মনের খেয়াল ও পাষণ্ডতা প্রভৃতি ইতর ব্যাপারকে গুরুসেবার আদর্শ বলিয়া জগতের বাজারে বিকাইতে দেখা যায় কিন্তু বাস্তব সত্য—পরমসত্য—নিত্যসত্য সৎগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপট স্বাভাবিকী অহৈতুকী পরাভক্তি পরাকাষ্ঠা কিরূপ হইতে পারে তাহার আদর্শ—শ্রীপাদ আচার্যত্রিক প্রভু। আচার্যত্রিক প্রভুর কথা কহিবার কথা নহে, সভা সমিতিতে সাধারণের নিকট বলিয়া বুঝাইবার বিষয়ও নহে কারণ আমার ন্যায় অনেক আনখ-কেশাগ্র বৈষ্ণববিরোধী মৎসর ব্যক্তি এ সকল কথা শুনিয়া উহাদিগকে অর্থবাদ, অতিস্তুতি বা তোষামোদে কথা মনে করিবে। কিংবা আমাকে কোন পক্ষপাত দোষদুষ্ট ধর্মোন্মত্ত বিচারবিহীন ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিবে। আচার্যত্রিক প্রভুর সেবার আদর্শ প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছু সেবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির উপলব্ধি করিবার বিষয়—নিরন্তর অনুধ্যান করিবার বিষয়—লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনে ধ্রুবতারারূপে বরণ করিবার বিষয়, আর লক্ষ্যপ্রাপ্ত জীবনে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার বিষয়। আমরা উপনিষদে,

পুরাণে, স্মৃতিতে গুরুসেবার ও গুরুসেবকের অনেক আদর্শের কথা শুনিয়াছি কিন্তু সেগুলি গল্পের কথার মতই আমাদের ধারণার বা উপলব্ধির বিষয় হয় নাই। আমরা কত কোটী কোটী জন্মের সৌভাগ্য ফলে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে গুরুসেবা পরাকাষ্ঠার মূর্তবিগ্রহত্ব দেখিতে পাইতেছি—আচার্যত্রিক প্রভুতে। এ সকল কথা বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত সমাজে বিকাইবে না, বিকাইবার কথাও নহে। কোটী কোটী জন্ম পরম পুণ্যবান ও ধার্মিকের আদর্শ জীবনযাপন করিবার পরও কেহ তাঁহার গুণাবলীর একটী কণিকাও বর্ণন করিতে সমর্থ হইতে পারে না। ইহা কাব্যের কথা নহে—বাগাড়ম্বর নহে—উপন্যাসের ভূমিকা নহে, ইহা নিষ্কপট অনুভূত সত্য—হৃদয়ের অন্তস্থলের কথা। আচার্যত্রিক প্রভুর শুদ্ধ সহজ বৈষ্ণবতা ও যুক্ত-বৈরাগ্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিতে না পারিয়া যাহারা উহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে কিংবা কোনরূপে মাৎসর্যবশতঃ তাঁহার চরণে অপরাধ করিবে তাহারা নিশ্চয়ই গুরুগৌরাঙ্গ-সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবে ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সিদ্ধান্ত। আচার্যত্রিক প্রভুর মত পরম দয়াল আর নাই, নিজ চরণে সহস্র অপরাধকারীকেও তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করিয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষালনের অবসর প্রদান করেন। নিত্যানন্দ হইতে নিত্যানন্দসেবকের দয়া আরও বেশী। ভিন্ন ভিন্ন সেবা-পটুতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুরুসেবক ধন্যবাদার্হ বটে, কিন্তু সকলের প্রাপ্য ধন্যবাদের উপরে বারংবার নিত্যকাল নৃত্য করিবে—আচার্যত্রিক প্রভুর গুরুপ্রসাদলব্ধ

ধন্যবাদ। বিশেষ বিশেষ বিভাগে গুরুসেবকগণ তাঁহাদের সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করেন, কিন্তু সকলের সমগ্র সেবা চেষ্টার নিয়ামক বা সর্ববিভাগে সকলের যে সেবা চেষ্টা তাহার মূল উৎসস্বরূপ এই আচার্যত্রিক প্রভু। আমার কেবল এই দুঃখ হইতেছে যে তাঁহার বৈষ্ণবগুণাবলী কোটী কোটী জন্মেও আংশিকভাবে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। কোনও জন্মে তাঁহার পদপ্রান্তের একটি ধুলি হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলে তাঁহার সহিত হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় অধিকার পাইব বলিয়া আশা পোষণ করি,- ইহাই যেন আমার একমাত্র নিষ্কপট আশাবন্ধ হয়। শত শত অন্যাভিলাষ-জর্জরিত হৃদয়ে যেন অন্য কোন বাসনা-স্রোতে টানিয়া ফেলিয়া আমাকে এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত না করে—ইহাই গুরুবৈষ্ণব-চরণে আমার প্রার্থনা হউক।

(গৌড়ীয় ৭ম খণ্ড, ৩৩শ সংখ্যা, ৫১৬ পৃঃ)

১২ই চৈত্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ বলেন,—

এই শুভ বাসরে যাঁ'র কথা বলবার জন্য দাঁড়িয়েছি তাঁ'র যোগ্যতা বর্ণন করা আমার ন্যায় সেবাবিমুখ জনের পক্ষে অসম্ভব। তবে যদি শুদ্ধা সরস্বতী স্বয়ং কৃপা করেন তবেই আচার্যত্রিক প্রভুর কথা কিছু বর্ণন করতে এবং তদ্দ্বারা জীবনকে

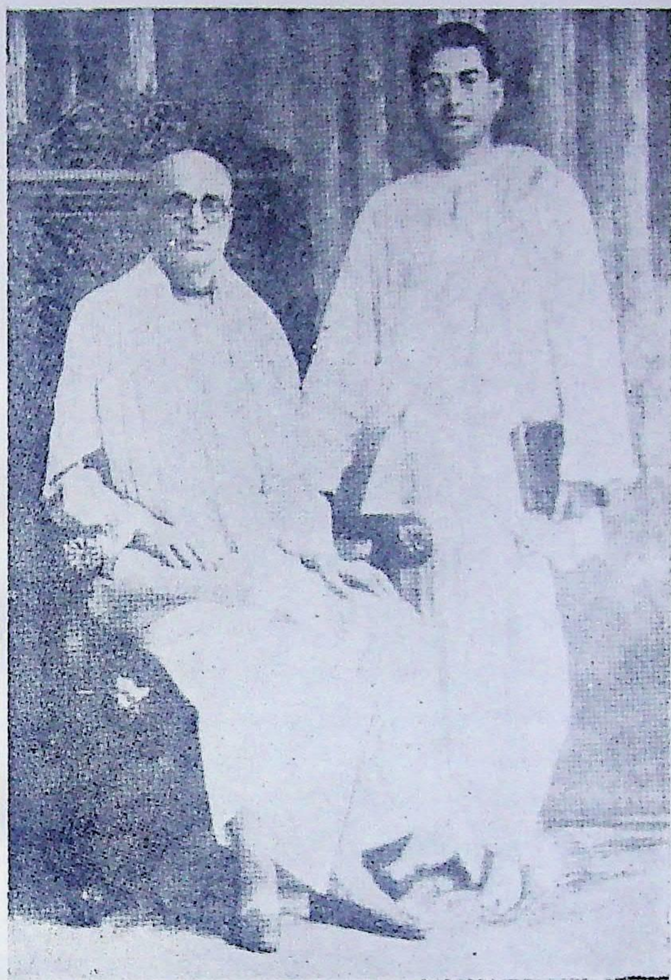
সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি। আচার্যত্রিক প্রভু গৌরপ্রিয়তম প্রভুপাদের প্রিয়তম। তিনি বৈষ্ণব-শিরোমণি আমার শিক্ষাগুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ—শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-প্রচারক গৌরজনের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলস্তম্ভ। তিনি বিবিক্তানন্দী গুরুদেবকে জগতের সম্মুখে প্রকাশ ক'রে জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান কচ্ছেন। যে বৈকুণ্ঠ ধ্বনিতে—যে শ্রীচৈতন্য-বাণীতে আজ সমগ্র জগৎ মুখরিত হ'তে চ'লেছে, শ্রীশ্রীআচার্যত্রিক প্রভু তা'র মূল। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত কেহ জগতে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভ করতে পারে না, আর গৌর প্রিয়তম প্রভুপাদের কৃপা না পেলে গৌরকৃপাও লাভ করা যায় না। তাঁ'র বৈরাগ্যের আদর্শ অতুলনীয়। তিনি যুক্ত-বৈরাগ্যের মূর্তিমান্ বিগ্রহ। তিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু, পতিতপাবন। তিনি আমাদের ন্যায় কত লোককে প্রতি মুহূর্তে দুরত্যয়া দৈবীমায়ার হস্ত হ'তে উদ্ধার ক'রে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিত্য নিযুক্ত কচ্ছেন। নিতান্ত অপরাধীও তাঁ'র কৃপায় অপরাধমুক্ত হ'য়ে আবার ভগবৎ সেবার অবসর পেয়েছেন। তাঁ'র মধুর স্নিগ্ধ স্বভাব তাঁর সর্বপরিচালন ক্ষমতা, সকলকে নিয়মন করবার অপূর্ব কৌশল, তাঁ'র গুরুদেবাত্মতা অতুলনীয়। আমরা তাঁ'র সুশীতল পাদপদ্মছায়ায় আশ্রয় না পেলে প্রতি মুহূর্তে বিপথগামী হ'তাম।

গৌড়ীয় অষ্টম বর্ষ, ৩২ সংখ্যা ৪৯৪ পৃষ্ঠা—

১লা চৈত্র (১৩৩৬) শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রীধাম প্রচারিণীসভায় –

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রসঙ্গ-বর্ণনে সভাপতি প্রভুপাদ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলেন যে আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পরিপূরণের সর্বপ্রধান সহায়ক এবং আমাদের সকলের কর্ণধার, গুরুসেবা-শিক্ষকের অগ্রণী এবং আমাদের সকলের মল, প্রাণ, ও জীবাতু-স্বরূপ, তাঁহার অশেষগুণ বর্ণনা এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে কেন কোটী কোটী জন্মেও আমার পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা বর্তমান বর্ষে অভূতপূর্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাত্মার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন পাইতে পারিবেন। জাগতিক বুদ্ধি বিচারে অসম্ভব বলিয়া প্রতিভাত ব্যাপার সমূহ—যাহা সত্যসংকল্প শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সম্ভবতায় পরিণত হয় সেই সকল ব্যাপারকে বাস্তবতার আদর্শে প্রকাশিত করিতে কুঞ্জদার চেষ্টাই মূল। কয়েকমাস পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ যখন ভগদ্ভক্তির কথা প্রচারার্থ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন হাওড়া ষ্টেশনে এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিবার কথা কুঞ্জদা অবতারণা করিলেন—আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে

হইবে। তখন শ্রীল প্রভুপাদের বহুদিনের মনোঽভীষ্ট পারমার্থিক প্রদর্শনীর কথা শুনিয়া আমাদের হৃদয় নাচিয়া উঠিলেও এতবড় বৃহৎ ব্যাপার এত অল্প সময়ে—ভিক্ষার ঝুলি যাহাদের সম্বল তাহাদের দ্বারা কিরূপে সাধিত হইবে—এই চিন্তা করিয়া কুঞ্জদার উক্তিকে এক প্রকার গল্পের কথা মনে করিয়াছিলাম। যখন প্রদর্শনীর কার্য এবং বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তখনও আমরা অনেকে এইরূপ বহু পরিশ্রমসাধ্য ও বিপুল অর্থসাধ্য ব্যাপার বাস্তবতায় পরিণত হইতে পারিবে না মনে করিয়া নিরুৎসাহিত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের সেইরূপ নিরুৎসাহ এবং সত্যসংকল্প ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তির বাস্তব বাক্যে সংশয় লক্ষ্য করিয়া আচার্যত্রিক প্রভু তাহার উৎসাহময় আদর্শ দ্বারা আমাদিগের জাড্যভাব বিদূরিত করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপভাবে আপনাকে সর্বতোভাবে বিব্রত ও নিজের ওপর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এরূপ বিপুল কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গুরুসেবানিষ্ঠা, গুরুপাদপদ্ম-বাক্যে অগাধ বিশ্বাস, উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্যগুণের নিদর্শন ঘোষণা করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীকে সর্বসাফল্য মণ্ডিত করিয়াছে। আমাদের নিকট যাহা স্বপ্নের কথা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল,—যাহা অসম্ভব, অবাস্তবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাহা বাস্তবতার আদর্শে প্রকাশিত দেখিতে পাইয়া সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণের প্রধান সহায়ক আচার্যত্রিক



প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও গুরুশ্রেষ্ঠ
কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ)

প্রভুর অসামান্য শক্তির প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। সকল সমস্যাকে সমাধান ও সমন্বয়ের আদর্শে আনয়ন করা—বিভিন্নমুখিনী জটিলতাকে সরলতার ছাঁচে ঢালিতে পারা—প্রীতি. ভালবাসা. স্নেহ ও মৈত্রীর দ্বারা সকলকে আপন করিয়া লওয়া. সকলের সকলপ্রকার অভিযোগ সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করিয়া তাহার সুব্যবস্থা করা আচার্যত্রিক প্রভুর সেবা প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গৌড়ীয় ৯ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৫০২ পৃষ্ঠা—

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবা-চেষ্টার সামান্য দিগ্‌দর্শন করিয়া বলেন যে, বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের যে শ্রীমন্দির নির্মাণ ও সংকীর্তন শোভাযাত্রাদিমুখে মঠ-প্রবেশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অভূতপূর্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী এবং বিশ্ব-বৈষ্ণব পারমার্থিক সম্মিলন হইয়াছিল তন্মূলে আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর গুরু-সেবৈকপ্রাণতা কেন্দ্ররূপে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারই অসামান্য সেবোদ্যম, অদ্বিতীয় গুরুপাদপদ্ম-সেবা-নিষ্ঠা এবং গুরুমনোঽভীষ্ট-প্রচারার্থ অখিল চেষ্টাফলে বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংকীর্তন বিজয় বৈজয়ন্তী অনুকূলভাবে বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসুমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ব্যাতিরেকভাবে তৎ-প্রতিকূল আচরণকারিগণের মৎসরতার মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সাফল্য ও পরিপুষ্ট প্রমাণিত করিয়াছে। কি শ্রেষ্ঠার্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ, কি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয় শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় মহাশয়ের "ভক্তি-বিজয়-ভবন"

নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক আলোক মালা সংযোজনাদি কার্য, কি অন্যান্য ভক্তদিগকে গুরুসেবায় নিয়োজনাদি ব্যাপার সর্ববিষয়ে আচার্যত্রিক প্রভুর প্রযোজক-কর্তৃত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আমরা যেন নিষ্কপট, নির্মৎসর হইয়া সেই গুরুমনোঽভীষ্ট-প্রচারে প্রধান সহায় গুরু-প্রেষ্ঠের গুণকীর্তন করিতে পারি।

গৌড়ীয় ১০ম বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ৫২৪ পৃষ্ঠা—

৯ই চৈত্র ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ—শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর অলৌকিক সেবার আদর্শের দিগ্‌দর্শন করিয়া শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে আচার্যত্রিক প্রভুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। গোস্বামী মহারাজ বলেন যে,—শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহবিগ্রহ ভাগবতরত্ন প্রভু গৌড়ীয় সেবক মাত্রেরই হৃদয়-বিগ্রহ। তিনি আমাদের নিকট কুঞ্জদা নামে পরিচিত, তিনি সকলের হরিভজনের কুঞ্জদানকারী। শ্রেষ্ঠার্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুদ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির, শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীমন্দির, শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভুদ্বারা শ্রীগুরু-দেবের ভজনকুঞ্জ 'ভক্তিবিজয় ভবন' নির্মাণ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটন—সকলের মূলেই কুঞ্জদা। অধিক কি, শ্রীল প্রভুপাদকে প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীল কুঞ্জদা। কুঞ্জদা সকলের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া চিরদিনই সকলকে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সেবায় নিয়োগ করিতে ব্যস্ত। কুঞ্জদার সেবা সহিষ্ণুতা এবং গুরুসেবার জন্য যাবতীয় বিপদের ঝঞ্ঝাবাত অম্লান বদনে সহ্য করিবার আদর্শ

নৃলোকে অসম্ভব। আচার্যত্রিক প্রভু শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর ভক্তি বা সেবা-বিগ্রহ-স্বরূপ।

গৌড়ীয় দ্বাদশ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ৪৭৮ পৃষ্ঠা—

শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রকটভূমি পুরুলিয়া গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে একটী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে গৌড়ীয় সম্পাদকের বক্তৃতা,—

আমি অজ বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হই নাই, পতিতপাবন গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিতেই দণ্ডায়মান হইয়াছি, আজ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রিয়তম জনের স্থানে অনুব্রজ্যা করিবার যে সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে তজ্জন্য আমি অধিকতর অমায়ায় বৈষ্ণবকৃপা যাচ্ঞা করিতে লালসান্বিত হইতেছি। আজ আমরা প্রাতঃকালে শুনিয়াছি যে, এইস্থানে চতুর্দশ বৎসর পূর্বে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত তৎপাদপদ্মভৃঙ্গ অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় আমার পারমার্থিক জন্ম হয় নাই। তবে সেই সময় যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম শ্রীমৎ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট শুনিয়াছি যে, এখন যাঁহার হরিভজনপর নব গৃহ-প্রবেশোৎসব উপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছি, যে স্থানে আজ একটী নবনির্মিত গৃহ দেখিতেছি এই স্থানে একটি মহাপুরুষের জীর্ণ-শীর্ণ তৃণকুটীর ছিল; কিন্তু তৃণকুটীরবাসী হইয়াও তিনি তাঁহার সহজ সেবা তন্ময়তার সমাধিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা আজ বাস্তবতায় পরিণত হইয়াছে। তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণ এইস্থানে আসিয়া ঐ তৃণকুটীরবাসীর হৃদয় অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং মনে মনে বিচার করিয়া-

ছিলেন, এই মহাপুরুষ কে? যিনি নিজে জীর্ণ শীর্ণ তৃণকুটীরে থাকিয়া ভক্ত ও ভগবানের জন্য, গুরুসেবার জন্য, শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের জন্য, ভক্তসংঘারামের জন্য কলিকাতার রাজধানীর ন্যায় স্থানে প্রাসাদধিক্কারী অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরচূড়া নির্মাণের বাস্তব স্বপ্ন দেখিতে পারেন, তিনি কে? এত বড় হৃদয় কাহার? অপস্বার্থপর গৃহব্রত আমরা ভোগপর গৃহমেধ-যজ্ঞোৎসবের জন্য ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লক্ষটাকার স্বপ্ন দেখিতে পারি, তাহাও তত আশ্চর্যকর ব্যাপার নহে কিংবা নিজ ভূসম্পত্তি বা গৃহাদি বিস্তারেব জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে পারি, তাহাও তত বিস্ময়কর নহে কিন্তু নিজে তৃণকুটীরে থাকিয়া শত অভাব অসুবিধা সাদরে বরণ করিবার অভিনয় দেখাইয়াও অন্যাভিলাষহীন হরিকীর্তনকারীগণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদ নির্মাণার্থ প্রাণপাত চেষ্টা করিবার হৃদয়বত্তা এই লোকে কাহার আছে? হরিকথাকীর্তনকারিগণের জন্য গৃহের প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা বোধ হয় শতকরা প্রায় শতজন জাগতিক লোকই বুঝিতে পারেন না বা বুঝিতে চাহেন না। তাঁহারা বুঝেন ভোগের জন্যই ভোগের প্রাচুর্য অর্থাৎ রোগীর জন্যই যথেষ্ট কুপথ্যের প্রয়োজন। বিষয়ভোগে ভরপুর ভোগীরই ভোগের ইন্ধন সংগ্রহের যোগ্যতা আছে আর ঐসকল ভোগীর নিকট বাহাদুরী দেখাইবার জন্য যাঁহারা ত্যাগের ধর্ম-ধ্বজা গ্রহণ করেন তাঁহারাই ধার্মিক ইহাই জাগতিক তথাকথিত সার্বজনীন অভিমত। কিন্তু এই দুই প্রকার বহুল প্রচারিত বন্ধমূল ধারণার মধ্যে যাঁহার স্বাভাবিক ও সহজ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময় বিচার সুপল্লবিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের অভ্রবেদী ভগবৎ মন্দিরের বিজয় বৈজয়ন্তী বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সেই মহা-

পুরুষ কে? তাই বলিতেছিলাম কৃপা ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছি, এই মহাত্মার পরিচয় কিছুই জানি না। জানিবার যোগ্যতাও কিছু অর্জন করি নাই। তবে একমাত্র মূলধন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী। সেই বাণীর মধ্যেই শুনিয়াছি যিনি বহির্মুখ চিন্তাপর কলিকাতা-রাজধানীর নাগরিকগণের পার্থিব ভোগ-ত্যাগের অহঙ্কারমূলা চিন্তা-নদীকে শ্রীগান্ধর্বাগিরিধারীর সেবার উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করিবার জন্য শ্রীগৌরশিক্ষাপ্রবাহ প্রচারের যে প্রকার সুযোগ দিয়াছেন, যাঁহার অনুপম সেবাপ্রবৃত্তি নরলোকে দুর্লভ, তাঁহারই কুঞ্জে বিহারের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক সম্প্রদায় ধামসহ শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবাসুযোগ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি? শ্রীগৌড়ীয়মঠ কে? তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? ইহা আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তবে যাহার সেবাপ্রাণতা এইটুকু জানাইয়া দিয়াছে যে যেখানে অনুক্ষণ হরিকীর্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্টের অনুসরণ সেখানেই মূর্তিমান গৌড়ীয়মঠ। অনেকে জগতের নিকট সহজেই মহাভক্ত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারেন, অনেকে নানাপ্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে সর্বজন-মনোমোহনকর প্রদর্শনী খুলিয়া এই দুনিয়ার গণবাদের হাটে এক বাক্যে মহাধার্মিক বলিয়া বিকাইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা নিষ্কপট সহজ ও সেবা-বুদ্ধি জানাইয়াছে যে অকৃত্রিম হরিকীর্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত যাবতীয় ধার্মিকতার ধ্বজা জুয়াচুরি ও ভণ্ডামী মাত্র, সেই অকৈতব সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষই

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মেরুদণ্ড বা স্বয়ং সসঙ্ঘ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তিনিই আচার্যপাদপদ্মের প্রিয়তম স্নেহবিগ্রহ এবং তাঁহারই স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহার কায়ব্যূহ।

জানিনা সেই মহাপুরুষই বা কে? তবে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিয়াছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছে, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী ঘোষণা করিয়াছে যে সেই সকল সেবাগুণ মহামহোপদেশক ভাগবতরত্ন আচার্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে নিত্যসিদ্ধ ভাবে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

আমাদের নিকট তিনি কুঞ্জদা নামে পরিচিত। যিনি কুঞ্জ দান করেন সেই অর্থে 'কুঞ্জদা'-পদ ব্যাখ্যা করিলে ব্যাকরণ গত ভুল হইতে পারে; কিন্তু ব্যাকরণের গণ্ডীকে যখন বাস্তব সত্য ভাঙ্গিয়া দেয় তখন আমরা জানিতে পারি যিনি শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর হরিকীর্তন কুঞ্জ (গ্রাম্য বার্তা নহে) প্রকাশ করেন এবং সকলকে তাহাতে নানাভাবে আকর্ষণ করেন তিনিই আমাদের পরিচিত কুঞ্জদা।

যাঁহাতে বৈষ্ণবসার্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথের প্রবীণতা ও নবীনতার যুগপৎ সমাবেশ, যাঁহাতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের যুক্ত-বৈরাগ্য, যাঁহাতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরের বহির্মুখবঞ্চনা বিদ্যা, যাঁহাতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সেবা-বিচক্ষণতা ও ভক্তবাৎসল্য এক মহা ঐক্যতানময়ী রাগিণী প্রকাশ করিয়াছেন সেই কুঞ্জদা'ই আমাদের আশ্রয়স্থল হউক।

জাগতিক লোক আমাদের কথা বুঝিবে কিনা জানি না, তোষামোদকারী বলিয়া আমাদিগকে কটাক্ষ করিবে কিনা তাহাও জানি না। তবে প্রত্যক্ষ যাহা সাক্ষ্য দিয়াছে এবং যেটুকু অনুভব করিতে পারিয়াছি সেটুকই বলিতে সাহসী হইয়াছি।

যাঁহার এমন একটা অমানুষিক প্রভাব রহিয়াছে যে তাঁহার চরণে যতই কেন না অপরাধ করি তাঁহার মুখখানি দেখিলেই যেন সকল অপরাধ তাহার স্বাভাবিক ক্ষমাগুণের নিকট সমূলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। সেই মহাপুরুষের পাল্যবিচার বরণ জগতের লোকের নিকট নানা প্রকার সমালোচনার কারণ হইবে কিনা জানিনা কিন্তু সে কলঙ্ক বরণেও যেন হৃদয়ে একটী অসীম সাহসিকতার উৎস উচ্ছ্বলিত হইয়া থাকে।

পুরুলিয়া-বাসিগণ! আপনাদের নিকট শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপরিচিত কিন্তু যদি ধৃষ্টতা গ্রহণ না করেন তবে বলিতে বাধ্য হইব তাঁহার প্রকৃত সুপরিচয় আরও গভীর, আরও সুগভীর। আপনাদের সৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। বলিহারী যাই আপনাদের ভাগ্যের। আপনাদের এই পল্লীতে যে প্রচ্ছন্ন ভাগবতরত্নের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা আজ মহাভাগবত শিখামণি গুরু-পাদপদ্মের সহিত কত কত ভাগবতকে কতবারই না এই স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন, আজ আমরাও সেই সকল মহা-ভাগবতের চরণ-ধূলিতে স্নান করিবার আকাঙ্ক্ষায় এই মহা-তীর্থে সমবেত হইয়াছি।

আপনারা জানেন, শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদগণের—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর-পার্ষদগণের আবির্ভাব-ভূমি বাহ্যদৃষ্টিতে বহু দুর্গম, এমন কি নানাপ্রকার জাগতিক অসুবিধায় আচ্ছন্নপ্রায় দৃষ্ট হইলেও সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম তথায় আকৃষ্ট হইয়াছে। পালপাড়ার শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাট, খানাকুল কৃষ্ণনগর শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের পাট, আঁটপুরে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের পাট, শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকমুরারির পাট, মহেশপুরে শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের পাট দুর্গম এবং জাগতিক আদিব্যাধি দ্বারা সমাবৃত প্রতিভাত হইলেও সেই সকল স্থান মহাতীর্থরূপে পরিণত।

আজ যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিজয়-বৈজয়ন্তী সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সেই গৌড়ীয়মঠের আদি-শিল্পী-সেই গৌড়ীয়মঠের রক্ষক মহামহোপদেশক ভাগবতরত্ন আচার্যত্রিক প্রভুর জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য কি একদিন জার্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স হইতেও তৎ তৎ দেশের সজ্জনমণ্ডলী এই স্থানে আসিয়া আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন না—'ওগো, ভাগবতরত্ন প্রভুর স্বগ্রামস্থ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ! আমাদিগকে সেই রত্নের জন্মস্থান দেখাইয়া দাও, আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল।' তাই বলিতেছিলাম, আপনারা পরম সৌভাগ্যবান্। এই গ্রামে ভাগবতরত্ন প্রভুর কৃপায় আরও কতিপয় ভক্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং এই গ্রাম বৈষ্ণবের স্থান—ভক্তের স্থান। তাই এস্থানে আশীর্বাদ ও কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুব্রজ্যা করিয়াছি।

১২শ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা ৪৮২ পৃষ্ঠা —
পুরুলিয়া গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে একটি সভায়
শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতা ।

আপনারা ইতঃপূর্বে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর শ্রীমুখ থেকে অনেক সারগর্ভ কথা শুনেছেন। বিশেষতঃ কল্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর শ্রীমুখে যে বৈষ্ণব-মহিমা শ্রবণ করেছেন, তারপর আমার আর বলবার কিছুই নাই। হিন্দীতে একটী কথা আছে — 'পহিলে দর্শনধারী পিছে গুণবিচারী', সুতরাং একে তাঁদের দর্শন তার উপর আবার তাঁদের অমৃতময়ী বাণী। পাষাণ আমি, আমার তাদৃশ কোন যোগ্যতা না থাকলেও বৈষ্ণবের মহিমা কিছু কীর্তন ক'রে আত্মশোধন করবার ইচ্ছায় এই সভায় দণ্ডায়মান হ'বার সাহস পেয়েছি।

আপনারা জানেন, যে স্থানে আমরা এসেছি, তা সামান্য স্থান নয়, এ স্থান এক বৈষ্ণবপ্রবরের প্রকটভূমি। ভগবানের আবির্ভাবের স্থানও যেমন পূজ্য, বৈষ্ণবের আবির্ভাবস্থানও ঠিক তেমনই পূজ্য। শাস্ত্রে আছে ঃ

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং।
যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ।।

যে কূলে বৈষ্ণব আবির্ভূত হন সে কূল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন, বৈষ্ণবের বসতিস্থল পৃথিবী বৈষ্ণবকে বক্ষে ধারণ

করিয়া ধন্যা হন, পিতৃপুরুষগণও স্বর্গে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অক্ষজজ্ঞানী কলিহত জীবের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্থাপন ক'রে নিজেই আবার তা'র সমাধান করেছেন —

গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে ।
'বৈষ্ণব' জন্ময়ে কেনে শোচ্য দেশেতে ?
আপনে (মহাপ্রভু) হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদে কেন জন্মায়েন দূরে?
যে-যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জিত।
যে-দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত ।।
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া ।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ।।

★ ★ ★ ★ ★

শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান ।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে সবারে করে ত্রাণ ।।
যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে ।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ।।
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয় ।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময় ।।
অতএব সর্বদেশে নিজ ভক্তগণ ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ।।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐ কথার মধ্যে আমাদের সকলের সকল প্রশ্নের সমাধান রয়েছে—সকল সন্দেহের মূলীভূত কারণ নিরস্ত হয়েছে। বৈষ্ণবগণ শোচ্যকুল, শোচ্যদেশ পবিত্র করবার জন্য যে কোন কুলে যে কোন দেশে ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হন। মহাপ্রভুর সময় যেমন তাঁর পার্ষদ ভক্তেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আজ সেই শ্রীগৌরশক্তি জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দাভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের সময়েও তাঁর নিজ জনগণ দেশে দেশে আবির্ভূত হয়ে জগদুদ্ধার করেছেন। যাঁর আবির্ভাবে এ স্থান ধন্য হয়েছে, তিনি আমাদের কুঞ্জদা—**শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্যের মূলস্তম্ভস্বরূপ এবং শ্রীগুরুদেবের প্রেষ্ঠ সেবক।** আপনারা তাঁর গুণের কথা অনেক শুনেছেন, প্রত্যক্ষও দর্শন করেছেন যে, যাঁর অমানুষিক সেবায় **শ্রীগুরুদেব মুগ্ধ, যাঁর সেবায় আকৃষ্ট হয়ে আজ স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে এস্থানে এসে এস্থানকে কীর্তনবন্যায় প্লাবিত করেছেন, তাঁর অসাধারণ মহিমা কীর্তন করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।**

আমরা বদ্ধাবস্থায় ভগবান্ ও ভক্তের মহিমা উপলব্ধি ক'রতে পারি না, তাই সাধুরা কৃপা ক'রে এসে আমাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। স্বরূপে আমরা কোথায় ভগবানের সেবা ক'রবো, তা না ক'রে মায়ার কিঙ্কর হ'য়ে বৃথা জীবন কাটাচ্ছি। এটা সাধুরা সহ্য করতে পারেন না, সেইজন্যই তাঁদের প্রচার কার্য। মহাপ্রভু এই জন্যই জীবের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে অযাচিতভাবে দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করেছেন। এই হরিনাম প্রচার করতে গিয়ে

মহামূর্খ আমাদের মত লোকের দ্বারা তাঁহাদিগকে যে কতপ্রকারে নির্যাতিত হ'তে হয় তারও অনেক দৃষ্টান্ত আমরা তাঁর প্রচার লীলায় প্রত্যক্ষ করি। নতুবা তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল ? তিনি ত কোন জাগতিক জিনিষের ভিক্ষুক নন্। "রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল"— ইহাই বিশ্বের দুয়ারে শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র ভিক্ষা। স্বয়ং লক্ষ্মীপতি হয়ে ভিক্ষুকের বেশগ্রহণ করবার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল? সকলের সেবাবৃত্তি উন্মেষিত হোক, সকলে হরিভজন করুক, নিত্য মঙ্গলের, — নিত্য শান্তির সন্ধান লাভ করুক,—এটিই তাঁর উদ্দেশ্য, শ্রীল প্রভুপাদ এযুগে সেই কার্যের ভার গ্রহণ ক'রে অতি নগণ্য দেশেও প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে হরিনাম বিতরণ ক'রছেন। মহাপ্রভুর —

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ।।"

এই শ্রীমুখবাণী সার্থক হচ্ছে—সফল হচ্ছে—আজ সর্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হচ্ছে।

আমরা ভগবানের দাস মায়ার নফর হ'য়ে আর কতদিন কষ্ট পাব ? হিন্দীতে একটি দোঁহা আছে —

কুদ্‌কে সাগর উতারা, কোই কিয়া মিৎ

* * *

বর্তমান যুগের আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ যে, জগৎ জুড়ে এক মহাকীর্তন-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশ্বের ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছেন, তাঁর সেই পরম পবিত্র স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদ আচার্যত্রিক প্রভুর

স্মৃতিও ঘরে ঘরে যুগপৎ বিরাজ ক'রবে। সুতরাং আজ আমরা যে এতাদৃশ এক আদর্শ বৈষ্ণবের শ্রীপাটে সৌভাগ্য লাভ করেছি, এ স্থান হ'তে তার আদর্শ সেবাবৃত্তির কণিকামাত্রও যদি ভিক্ষা পেতে পারি, ভিক্ষুক আমি, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। আর তাঁর অহৈতুকী কৃপায় আমার ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবায় আকৃষ্ট হবার যে কিছু সৌভাগ্য লাভ করেছি তজ্জন্য তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ—

* * * * *

প্রসাদ বৈচিত্র্য

দিবসত্রয় ব্যাপিয়া আচার্যত্রিক প্রভু যেরূপ বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা নাই। ঘৃতান্ন, খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, পুরী, বিবিধ ব্যঞ্জন, ক্ষীর, সর, নবনীত, দধি, দুগ্ধ, পরমান্ন ও বহু প্রকার মিষ্ঠান্নের যেরূপ প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল, আর কুঞ্জদা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যেরূপ পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আবার অনেক সময় অন্য সেবকের পরিবেশনে তাদৃশ সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া নিজেই যেরূপ পরিবেশন কার্যে সহস্রহস্ত হইয়াছিলেন, তাহা দেখিলে সত্য সত্য গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কিরূপ কায়-মনো-বাক্যে প্রাণ অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য-সর্বস্ব দিয়া করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার সৌভাগ্য হয়। সকলেই একবাক্যে শুধু মুখে স্বীকার করা নহে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পুরুলিয়া গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদের দিবসত্রয় অবস্থানকালে যে প্রকার

কীর্তন-প্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল, যে প্রকার গুরু-বৈষ্ণবসেবার প্রাণময় আদর্শ প্রকটিত হইয়াছিল —যে প্রকার আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা পারমার্থিক জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য —'জয়শ্রী'র একটি প্রধান বৈভব। যাঁহারা এই উৎসবে প্রভুপাদের অনুগমনে যোগদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তাঁহারা শতমুখে তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। প্রভুপাদের সেবকবাৎসল্যের একটি অপূর্ব নিদর্শন পুরুলিয়া-বিজয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহার অসুস্থাভিনয়ের কথা উল্লেখ করিয়া কোন ভক্ত পথক্লেশের কথা বলিলে প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ কত স্নেহভরে বলিয়াছেন — কুঞ্জবাবুর গৃহে গেলেই আমার অসুখ সেরে যাবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিতকথা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর সঙ্কলিত উপকরণ হইতে সরস্বতী জয়শ্রীতে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত হইল।

২য় বৈভব, ১০ম পৃষ্ঠা

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-বাসরের পূর্বদিন রাত্রে (বাং ১৩২৪ সাল) শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু আমাকে (বাসুদেব প্রভুকে) শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার জন্য বলিলেন। প্রায় ২/৩ মাস পূর্ব হইতেই শ্রীপাদ কুঞ্জদার শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তে ব্যুৎপত্তি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও চিত্তাকর্ষক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা প্রসঙ্গ শুনিতেছিলাম। তাঁহার সঙ্গ ও কথায় প্রলুব্ধ হইয়া আমি শ্রীধাম

মায়াপুর প্রথম দর্শন করিলাম। কুঞ্জদারই সঙ্গে রাত্রে প্রভুপাদের পাদপদ্ম পুনরায় অর্থাৎ যষ্ঠবার দর্শন করিলাম। ***

(ঐ ১২ পৃঃ) শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন কবিকুমুদকলানিধি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় শ্রীমদ্ কুঞ্জদা দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খুব জোরের সহিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, "সকৃচ্চ সংস্কৃতা নারী সর্বগর্ভেষু সংস্কৃতা" দেবলের এই বাক্যটি লইয়া কুঞ্জদা অনেক বিচার করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের সুযোগ লইয়া প্রকৃত বর্ণাশ্রমের বিরোধ চেষ্টা কিরূপে উদিত হইয়াছে তাহাই কুঞ্জদা দেখাইয়াছিলেন। পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে কেহই কোন যুক্তির দ্বারা ঐসভায় কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। কুঞ্জদার বক্তৃতা আমি এই প্রথম শুনিয়াছিলাম। তাহার পরদিন পর্যন্ত শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া কুঞ্জদার সঙ্গে আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি। ***

৩য় বৈভব, ১৬ পৃষ্ঠা

আটাশজন ভক্তসহ প্রভুপাদ কুঞ্জদার কলিকাতার বাসায় উঠিলেন। তখন কুঞ্জদা অতি সামান্য বেতনে রাজসরকারে কেরাণীর কার্য করেন। তথাপি তিনি আটাশজন ভক্তসহ শ্রীল প্রভুপাদকে চতুর্বিধ রসযুক্ত নানাপ্রকার উপকরণ প্রত্যহ দুইবেলা ভিক্ষা দিতেন। এইরূপ ব্যয়ে কুঞ্জদা বহু টাকা ঋণগ্রস্ত হন, কিন্তু সে বিষয় তিনি ঘুণাক্ষরে কাহাকেও জানান নাই বা জানিতে দেন নাই।

৫ম বৈভব, ৩৪পৃষ্ঠা

★ ★ ভক্ত গৃহস্থগণের মধ্যে অগ্রণী হইয়া শ্রীপাদ কুঞ্জদা রাজসরকারের অতি সামান্য বেতনভোগী কর্মচারী হইয়াও আচার্যের প্রসন্নতার জন্য সমস্ত দায় গ্রহণ করিলেন। এদিকে যেমন প্রভুপাদের ছিল অতিমর্ত্য ব্যক্তিত্বের প্রবল ইচ্ছা, আর একদিকে তেমনই ছিল কুঞ্জদার অমানুষিক গুরুসেবাবুদ্ধি এবং হৃদয়ে হরিকথা প্রচারের এক অতুলনীয় উৎসাহের আগ্নেয়গিরি। প্রথমতঃ শ্রীপাদ কুঞ্জদার প্ররোচনায় তদানীন্তন কালে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, পণ্ডিত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ—ভক্তিবিনোদ আসনের নীচের তলায় স্ব স্ব পরিবারবর্গ সহ স্থান নিলেন। মাঝে মাঝে প্রভুপাদের ঘরের ভাড়া কুঞ্জদাকে দিতে হইত। কুঞ্জদা তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনের সেবার জন্য এইরূপ ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি পরে তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হন নাই। এতদ্ব্যতীত কুঞ্জদাকে প্রভুপাদের আশ্রিত কতিপয় গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ গুরুভ্রাতাকে অনেক সময়েই নিজ গৃহে মহাপ্রসাদ সম্মানার্থ আমন্ত্রণ করিতে ও ভিক্ষাদি দিতে হইত। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া শ্রীগুরুমনোভীষ্ট প্রচার করুন এই উদ্দেশ্যেই তিনি নিদারুণ ঋণভারাক্রান্ত হইয়াও গুরুভ্রাতাদিগকে সাহায্য করিতেন। হরিকথা প্রচারের অদম্য উৎসাহই তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল। গুরুসেবা ও সদ্‌গুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য প্রচারের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরুক থাকিয়া তাঁহার মনকে দুঃখ, দারিদ্র্য, অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি জাগতিক অভাবে কিছুতেই দমিতে দেয় নাই।

৭ম বৈভব, ৫১ পৃষ্ঠা

১৩ই জুন (১৯১৯শ) চাঁচুড়ী-পুরুলিয়া গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করেন। এই স্থান মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর জন্মভূমি। প্রভুপাদ কুঞ্জদার ভবনে সপরিকরে ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

কুঞ্জদার পতনোন্মুখ কুটীর দেখিয়া প্রভুপাদ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপ লোকের হৃদয়ে এত উৎসাহ, ভগবানের জন্য সর্বোত্তম মন্দির, ভগবদ্ভক্তের জন্য উত্তম স্থান এবং প্রচার-প্রতিষ্ঠানের বিপুল কেন্দ্র নির্মাণের জন্য এত তীব্র হার্দ-আবেগ! যে নিজে পতনোন্মুখ-কুটীর-বাসী তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের সর্বোত্তম সেবানিকেতন-নির্মাণের জন্য কিরূপে এত অগ্নিময়ী প্রেরণা ও স্পৃহা থাকিতে পারে ! ইহা দেখিয়া প্রভুপাদের যুগপৎ অশেষ বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও কৃপার উদয় হইল। প্রভুপাদের সঙ্গে প্রায় ২০/২২ জন ভক্ত ছিলেন।

১১শ বৈভব, ৭০ পৃষ্ঠা

শ্রীভক্তিবিনোদ আসনের নানাপ্রকার ব্যয়ভার বহন, প্রভুপাদের আশ্রিতবর্গের অনেকেই কলিকাতা আসিলেই নিজ-গৃহে ভিক্ষা-প্রদান এবং তাঁহাদিগকে নানাভাবে আনুকূল্য করিতে থাকায় কুঞ্জদা ঋণভারে অত্যন্ত জর্জরিত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তিনি পোষ্টাফিসে কর্ম করিয়া যে সামান্য বেতন পাইতেন, তদ্দ্বারা এই ঋণ কোনকালে পরিশোধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং লোকের নিকট, তাঁহাকে অত্যন্ত অসাধু বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে হইবে; বিশেষতঃ

তিনি গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য তঁহাদের অজ্ঞাতসারে এই ঋণভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজে সাধু প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত বলিয়া লোকে অসাধুত্বের দোষারোপ না করেন, এইরূপ আশঙ্কায় কুঞ্জদা শ্রীল প্রভুপাদ বা আমাদিগকে কাহাকেও না জানাইয়া ১৯২০ সালের মে মাসে নিজ-ঋণ-পরিশোধার্থ অর্থ সংগ্রহের জন্য বস্‌রায় চলিয়া গেলেন।

ইংরাজী ১৯২০ সালের মে মাসের প্রথমে আমি জাগতিক সমস্ত সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া** শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রয় গ্রহণ করি। ইহার কয়েকমাস পূর্বেই শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রদীপ মহাশয় বিপত্নীক হইয়াছিলেন। তখন শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু এবং মুকুন্দবিনোদ দাসের তত্ত্বাবধানে ও পরিদর্শনে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকট হইতেছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু ভাগবত-প্রেসের আয় হইতে অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এদিকে কতিপয় পরিচিত সুহৃৎপ্রতিম ব্যক্তি কুঞ্জদার সেবা-প্রবৃত্তি, শুদ্ধভক্তি-প্রচারে সমধিক উৎসাহ এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি প্রভুপাদের অপার কৃপা ও স্নেহ-বর্ষণ দেখিয়া মৎসর ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু কুঞ্জদা সহিষ্ণুতার সহিত তাহা উপেক্ষা করিলেন, নানা লোকের নানা কথায় হৃদয়ে আঘাত পাইলেও অসীম সহিষ্ণুতা-গুণের ভাণ্ডারী বলিয়া তিনি কাহাকেও উহা জানিতে দেন নাই। অদ্যাপি তাঁহার এইরূপ সহিষ্ণুতা আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিতেছে।



১৯২০ সালের ১৮ই মে তারিখে যখন শ্রীমায়াপুরে

শ্রীচৈতন্যমঠের রাধাকুণ্ডের খনন কার্য চলিতেছিল এবং শ্রী প্রভুপাদ আমাদের নিকট হরিকথা কীর্তন করিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ শ্রীপাদ যশোদানন্দন প্রভুর প্রেরিত একখানি টেলিগ্রাম হস্তগত হইল। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যখন এই টেলিগ্রাম পৌঁছিল তখন আমরা সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইলাম। সে রাত্রে আমরা সকলেই কুঞ্জদার গুণাবলী স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলাম। প্রভুপাদ তখন স্বীয় মনোঽভীষ্ট প্রচারের মূলস্তম্ভের অদর্শনে কিরূপ ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই।

১১শ বৈঃ, ৭৪ পৃঃ

কুঞ্জদা বসরা যাইবার পর আমি শ্রীল কুঞ্জদার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার পাঠোপযোগী কয়েকখানি গ্রন্থ, তন্মধ্যে আচার্য রামানুজের শ্রীভাষ্য প্রভৃতি দার্শনিক বিচারের কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কুঞ্জদা বসরায় ঐসকল গ্রন্থ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের অনেক গ্রন্থ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের তথ্যাদি আলোচনা করিয়াছিলেন।

১২শ বৈঃ, ১০০ পৃঃ

কুঞ্জদা বসরা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদ একবার শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবেন এরূপ প্রস্তাব করেন।

১৩শ বৈঃ, ১১৭ পৃঃ

১৯২১ সালে ১৮ই নভেম্বর তারিখে বস্‌রা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীপাদ কুঞ্জদা ঢাকায় পৌঁছিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী নারায়ণগঞ্জ হইতে কুঞ্জদাকে ঢাকায় লইয়া আসেন। যে দিন কাঠের

পুলের ঝুলন বাড়ীতে প্রভুপাদের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকব্যাখ্যার পুণ্যাহ ও মহামহোৎসবের দিন নির্ধারিত ছিল সেই দিনই কুঞ্জদা সেই মহোৎসবক্ষেত্রে আসিয়া প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রাণস্বরূপ কুঞ্জদার পুনরাগমনে বিরহ-ব্যথিত সকলের হৃদয়ে সেদিন যে আনন্দের প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়।

১৫শ বৈঃ, ১৩৩ পৃঃ

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর উক্তি—

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি, প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচারের সর্বপ্রধান স্তম্ভ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার আদিশিল্পী, বর্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক, মঃ মঃ আচার্য, পণ্ডিতবর শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ প্রথম দর্শনের পূর্বকাল হইতে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটী তাঁহার স্মৃতিপট হইতে প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের পত্র

(শ্রীগৌড়ীয় ১৩শ খণ্ড, ৭১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)

All glory to Shree Guru-Gauranga
Shree Madhwa Gaudiya Math,
May 23, 1935

My dear Kunjada,

Permit me to offer my humble prostrated obeisances to your Lotus Feet and to those of other

Mahamahopadeshakas, Upadeshakas, Deshikas and Tattvakovidas that are always intoxicated with drinking the nectarine honey of the Lotus Feet of our Divine Master, Om Vishnupad Paramahansa Sree Sreemad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj.

Your kind and affectionate note of the 19th inst. is to hand and has not only given me intense delight but has made an indelible impression in my mind that Kunjada who **being nearest and dearest in the inner circle and hence reserved and conservative in the extreme,** is also liberal and graceful to those in the outer circle. Truth to tell, never had I been blessed before with such benedictory counsels as from the key-note of your kind note. There is a tone of deepest sympathy for this poor fellow running throughout this thrice welcome note. It has, therefore, come to me as a Divine Grace at a time when I was in sore need of such inspiration and immensely delightful benediction. May I, therefore, hope to be favoured with such infallible spiritual tonic more often than not from your Holiness world-diseased as I am ?

* * * * * * * * *

Kunjada, please excuse me for troubling you with this plethora of interrogations. If I have given

my long pent-up sorrowing wounds ventilations to get some relief at your hands, if thereby I have done wrong, I again crave your pardon kind-hearted as you are.

* * * * * * * * *

I am affly. yours

Sd/- B. P. Tirtha

মর্মানুবাদ

স্নেহময় কুঞ্জদা, —

আমাদের অভীষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মের অমৃত রসপানে সতত মত্ত আপনার ও অপরাপর মহামহোপদেশক, উপদেশক, দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণের পাদপদ্মে আমার বিনীত দণ্ডবৎপ্রণতি নিবেদন করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি।

আপনার ১৯শে তারিখের স্নেহপূর্ণ কৃপালিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা যে কেবল আমাকে পরম আনন্দ দান করিয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা আমার মনে এক সুদৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছে যে, শ্রীল কুঞ্জদা অন্তরঙ্গগণের মধ্যে অন্তরতম ও প্রিয়তম বলিয়া অতীব গম্ভীর প্রকৃতির ও নিষ্ঠাপরায়ণ (Conservative) হইলেও বহিরঙ্গ গণের প্রতিও উদার ও কৃপাপরায়ণ। সত্যই বলিতেছি — আপনার পত্রের মূল সূত্র হইতে মঙ্গলোপদেশ-দ্বারা যেরূপ অনুগৃহীত হইয়াছি, ইতঃপূর্বে আমি আর কখনও সেরূপ কৃতার্থ হই নাই।

আপনার এই বহুধা অভিনন্দনীয় পত্রের সর্বত্র এই অধমের প্রতি আপনার করুণার সুর বিরাজমান। সুতরাং এইরূপ প্রেরণা ও পরমানন্দপ্রদ আশীর্বাদের একান্ত প্রয়োজন সময়ে আপনার পত্রখানি ভগবৎ-কৃপারূপেই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমি কি আশা করিতে পারি যে, মাদৃশ ভবরোগগ্রস্ত জীব আপনার নিকট হইতে প্রায়শঃ এইরূপ অব্যর্থ পরমার্থ-রসায়ন-লাভে অনুগৃহীত হইবে ?

* * * * * * * * *

কুঞ্জদা ! এই সকল প্রশ্নরাশিতে আপনাকে বিরক্ত করিলাম বলিয়া আমাকে কৃপাপূর্বক ক্ষমা করিবেন। আপনার হস্তে কিছু প্রতিকার পাইব আশা করিয়া আমার দীর্ঘকালের আবৃত পীড়াপ্রদ ক্ষতগুলিকে মুক্ত বায়ুতে উন্মুক্ত করিলাম। যদি ইহাতে আমার অন্যায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি করুণহৃদয়, আপনার নিকট পুনরায় ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

আপনার কৃপাভাজন

স্বাঃ ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

উপসংহার

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কারপূর্বক আমাদিগকে তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী সেবায় নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা যাহাতে নিত্যকাল তাঁহার মনোহভীষ্ট সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি তাহাই আমাদের একান্ত কর্তব্য । শ্রীগুরুদেবের প্রিয়সেবকগণ আমাদের পরম বান্ধবরূপে আশ্রয় প্রদানপূর্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচারে নিযুক্ত রাখুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটের অব্যবহিত পূর্বে আমাদিগকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, "আপনারা সকলে মিলিয়া মিশিয়া শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলে এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, মূল আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলেমিশে থাকবেন। সকলেই এই হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দুই দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্বাহ করে চলবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না। নিজ ভজন, নিজ সর্বস্ব, কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করবেন।" সুতরাং আমরা যেন সকলে শ্রীল প্রভুপাদের এই আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার 'বাণী' প্রচারে আত্মনিয়োগ করি। অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া গুরুপাদপদ্ম-সেবাভিলাষী হইলে

পরস্পরের মিলন সম্ভব। নিজ নিজ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য হইলে পরছিদ্রানুসন্ধানের অবকাশ কোথায় ? শ্রীগুরুদেব অন্তর্যামীরূপে আমাদিগের হৃদয় জানিয়া অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিবেন। আমরা কেহ কাহারও অনুগ্রহ ও নিগ্রহের মালিক নহি। শ্রীল প্রভুপাদ যোগ্যতা বিচার যাঁহাকে যেরূপ সেবার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কায়মনোবাক্যে তাহাতে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে আমরা ধন্য হইতে পারিব। তখন আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কাহারও যে-প্রকার চিত্তবৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতখানি আত্মমঙ্গল আছে তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত করিবার পরিবর্তে যদি অপস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া নিজমত বজায় রাখিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের গৌরব ক্ষুণ্ণ করা হয় তাহা হইলে কি তাহার মঙ্গল হইবে? মঙ্গল ত' দূরের কথা ঐরূপ কার্য কি গুরুদ্রোহিতার পরিচায়ক নহে? শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে 'নাম-ভজনের' সর্বশ্রেষ্ঠতা জানাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে গুর্ববজ্ঞা ও বৈষ্ণব অপরাধের কথাও সর্বক্ষণ স্মরণ করাইয়াছেন। তিনি সকলকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ ধর্মবিশিষ্ট হইয়া হরিকীর্তন করিতে বলিয়াছেন। বহু ব্যক্তি মিলিয়া যে কীর্তন, উহা 'সংকীর্তন'-সজ্ঞায় সংজ্ঞিত। নিরপরাধে কীর্তনও সংকীর্তন। সংকীর্তনস্থলী শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত যাবতীয় মঠ। সংকীর্তনের মূলগায়ক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার আনুগত্যে সমর্পিতাত্ম-ব্যক্তিগণ প্রকৃত দোহার।

শ্রীল প্রভুপাদের আচার্যলীলা-প্রকাশের প্রথম হইতে অপ্রকট লীলার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীল কুঞ্জদাই তাঁহার মনোহভীষ্ট পরিপূরণের প্রধান সহায়করূপে পরিচিত। **শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে যখন বিভিন্ন সেবার নির্দেশ করিয়া দিয়া যান তখন শ্রীল কুঞ্জদাকে মিশনের সকল কার্যের ভার সমর্পণ করিয়া যান।** শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে যিনি মনোহভীষ্ট সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, এখনও তাঁহার নির্দেশানুসারে তিনিই আমাদের সকলের শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবার সকল ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই জানি। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও দেখিয়াছি, বিভিন্ন জনের উপর বিভিন্ন সেবাভার ন্যস্ত ছিল, কিন্তু শ্রীল কুঞ্জদা সকল সেবারই মূল সূত্র ছিলেন । কাজেই মূল সূত্রের অনাদর ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার প্রয়াস গুরুসেবকের কর্তব্য নহে।

এই ক্ষুদ্রজ পুস্তিকাখানি নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কুঞ্জদার সম্বন্ধের কথা জানিতে পারিবেন, কুঞ্জদা শ্রীল প্রভুপাদের কিরূপ প্রেষ্ঠ-সেবক ছিলেন তাহা বুঝিতে পারিবেন। তাই বলিয়া একথা বুঝিবেন না যে, শ্রীল প্রভুপাদের আর কেহ প্রিয় ছিলেন না। ইহাও বুঝিবেন না যে প্রিয়গণের মধ্যে কোন তরতম্য নাই। সঙ্গে সঙ্গে সকলের স্মরণ রাখিতে হইবে, যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কাছে আসিয়াছেন, একদিনের জন্যও নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করা না হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর মধ্যে আমরা বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, 'পণ্ডিত' হইলেই যে হরিভক্তির কথা বুঝিয়া লইবেন আর জাগতিক পাণ্ডিত্যের অভাব হইলেই যে হরিভক্তির কথার মধ্যে প্রবেশাধিকার

হইবে না, তাহা নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-পূর্বক তাঁহার যে কোন সেবা করি না কেন, উহা যে তাঁহারই সেবার বৈচিত্র্য তাহাই জানিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তা যেখানেই আচার-প্রচারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত দেখিব, সেইখানেই আনুগত্য করিব। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে সেবা ও সিদ্ধান্ত একই তাৎপর্যপর। উহা এক তাৎপর্যপর না হইলে সেবার নামে কর্ম, সিদ্ধান্তের নামে Intellectualism হইবে। intellectualism-এর দ্বারা অভ্যাসকৃত তথাকথিত কথঞ্চিৎ সাহিত্যিকতার দ্বারা অনেকে অনেক জিনিষ দাঁড় করাইতে পারেন। কিন্তু যদি মূলে অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি না হয়, তাহা হইলে ঐ সেবার (?) মূল্য অন্ধ কপর্দক মাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্তের বিগ্রহরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া অশেষ প্রকারে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্তন করিয়াছেন। স্ব স্ব যোগ্যতানুযায়ী সেই বাণীর অনুসরণ করিতে পারিলেই মঙ্গল লাভ হইবে। সেবকের হৃদয়েই সিদ্ধান্তের প্রকৃত স্ফূর্তি। যেখানে সেবা-প্রাণতার অভাব, সেখানে সিদ্ধান্তের নামে intellectualism ইন্দ্রজাল রচনা করে। সেইরূপ ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হইয়া বাক্যবাগীশতায় কুশল বা পরোপদেশে পণ্ডিত হওয়া কর্তব্য নহে।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বাসনা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হইলে শ্রীগুরু-সেবার স্বরূপ ও নিজ স্বরূপ বুঝিতে ভ্রম হইবে। একমাত্র শ্রীগুরুদেব যদি অহৈতুকী কৃপাপূর্বক এই ভ্রম হইতে উদ্ধার না করেন তাহা হইলে গত্যন্তর নাই। জীব অনাদি কাল হইতে যে অনর্থের দ্বারা আক্রান্ত, তাহা বিদূরিত করিতে হইলে শ্রীগুরুসেবাই একমাত্র উপায়। অনেক সময় কনক ও কামিনী-লাভের চেষ্টাকে

সহজে বর্জন করিতে পারা যায়, কিন্তু সকল অনর্থ পরিত্যাগ করিয়াও যে অনর্থটীকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, তাহাই পরম অনর্থ ; উহা কি ? শাস্ত্র বলেন —

'সর্বত্যাগেহপ্যহেয়ায়াঃ সর্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়াঃ যত্নস্পর্শনে বরম্।।'

(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিলাস, ৩৭০ সংখ্যা)

তাৎপর্য—সর্বত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না, যাহা নিখিল অনর্থের কারণ, তাহাই প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা ; তাহা যাহাতে স্পর্শ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত। এতৎ প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"কোন কোন মহাজন প্রতিষ্ঠাশাকে শূকরের বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বিষ্ঠা অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যাগের বস্তু কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হইলেও আবার জীববিশেষের প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় হইয়া দাঁড়ায়। কুক্কুর-শূকরাদি প্রাণী সেই সকল অসার ভাগকেই প্রয়োজনীয় সারভাগ বলিয়া গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠাশার প্রভাব ঐরূপ। সকল অনর্থ ত্যাগ করিয়াও ইহাকে ত্যাগ করা যায় না। লোক যখন ধার্মিক হইবার জন্য অগ্রসর হন, তখন "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্" বলিতে বলিতে অর্থকে ত্যাগ করেন, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" বলিতে বলিতে স্ত্রীপুত্রও পরিত্যাগ করিয়া ফেলেন, তথাপি তিনি যে কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগী হইয়াছেন—এই গর্বটি পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, যশের আকাঙ্ক্ষায় সম্মানের লোভে মানুষ কি না করিয়া থাকে ! বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত যে কোন মানবের, এমন কি, কোন কোন বিকশিত-জ্ঞান পশুর মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকলেই যশের লোভে তাহাদের প্রিয়তম প্রাণকে তুচ্ছ করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিশুকে যদি ভাল বলা যায়, গৃহপালিত কুক্কুরাদি ইতর জন্তুকে যদি আদর করা যায়, অমনি তাহাদের দ্বারা অনেক কিছু দুষ্কর কার্যও করান যাইতে পারে। আবার তাহাদিগকেই মন্দ বলিলে তাহারা এরূপ রুষ্ট হইয়া পড়ে যে তাহাদের দ্বারা অনেক অভাবনীয় লোমহর্ষক ঘটনাও সংঘটিত হইয়া থাকে। যশের লোভে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জীবন পণ করিয়া অধ্যয়ন করে। সম্মানের লোভে বিশ্বসন্তরণ প্রতিযোগিতা দেখাইতে গিয়া অনেকে সলিল-সমাধি লাভ করে, যশের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া অনেকে মত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর করাল বদনের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইতে দ্বিধা বোধ করে না, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইয়া লোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করে, গণমতের অভিনন্দন পাইবার জন্য লোক প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কারাবরণ করিয়া থাকে ; এমন কি আধুনিক যে সন্ত্রাসবাদ এক মহা-সমস্যার প্রতীকরূপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে প্রতিষ্ঠাশার প্রেরণা। মানুষ জীবিতাবস্থায় যশের ডালি ভোগ না করিয়াও মৃত্যুর পরে গৌরব লাভের আশায় জীবনবীমা করিয়া যাইতে চাহে। প্রতিষ্ঠাশার এইরূপ প্রভাব। কামিনী-কাঞ্চন স্পৃহার দৌড় বা পরমায়ু মানুষের জীবনকাল পর্যন্ত, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা মৃত্যুর পরে বাঁচিয়া থাকে এইজন্যই জাগতিক

নীতিবিদ্গণ বলেন, — "কীর্তির্যস্য স জীবতি", এই নীতিতে প্রলুব্ধ হইয়া মানুষ আত্মবলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যদিও জীবিতাবস্থায় সেই যশোগৌরব তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানেন, তথাপি তাঁহার অবর্তমানে ভবিষ্যৎকালে তাঁহার যে যশঃ হইবে, বর্তমানে তাঁহারই মানসিক ভোগে প্রমত্ত হইয়া তিনি যশঃ ক্রয় করিবার জন্য মৃত্যু পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রেরণায় প্রমত্ত হইয়া কেহ গ্রন্থকর্তা, কেহ সাহিত্যিক, কেহ কবি, কেহ শিল্পী, কেহ বা সমুদ্রের অতল গর্ভের সন্ধানকারী, কেহ বা গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের অভিযানকারী, কেব বা উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু আবিষ্কারকারী, কেহ বা হিংস্র জন্তুবহুল অরণ্যানীর মধ্যে জীবনপণকারী হইয়া পড়েন।"

* * * *

মানব পরমার্থ পথের পথিক বলিয়া পরিচয় দিয়াও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অনর্থে অভিভূত হইয়া উহাদের দ্বারা গ্রস্ত বলিয়া বুঝিতে পারে না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী ফল্গুবৈরাগীর নিকট যান, তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিবেন না যে, তিনি সকল ত্যাগ করিয়াও প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হয়ত' বৈরাগীর বেশ লইয়াছেন, বহির্বাস পর্যন্তও ত্যাগ করিয়াছেন, ব্রজের (?) বনে বনে মাধুকরী মাগিয়া খাইতেছেন, ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করেন না, শিষ্য করেন না, কুটীর বাঁধেন না, কোন স্থানে একদিবসের বেশী থাকেন না, বাহ্যদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ (!) নিষ্কিঞ্চন (!!) ; কিন্তু এত ত্যাগ করিয়া ও ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করা, শিষ্য না করা, কুটীরে বাস না করা

প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, সকল ত্যাগ করিলেও যাহা ত্যাগ করা যায় না অথচ যাহা সকল অনর্থের জননী তাহাই প্রতিষ্ঠাশা।

প্রতিষ্ঠাশার কেরামতিই এই যে ইহা যাহাকে পাইয়া বসে, পিশাচীগ্রস্তের ন্যায় সে তাহা বুঝিতে পারে না। আর্থিক সাহিত্যিক গণও এইজন্য ইহাকে এরূপভাবে বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "Last remains of noble mind"—মহদন্তঃকরণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। জাগতিক পরার্থি সম্প্রদায়ের অন্তর মহৎ এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ নাই। কিন্তু সেই মহদন্তঃকরণও প্রতিষ্ঠাশার কাছে দাসখৎ না লিখিয়া পারে না।

* * * *

জড় প্রতিষ্ঠাশা মৎসরতার জন্মভূমি। পরের উৎকর্ষ বা উন্নতি যাহারা সহ্য করিতে পারে না তাহারাই মৎসর। অপরের উন্নতি হইলে—অপরের প্রতিষ্ঠা হইলে—পাছে নিজের আপেক্ষিক জড়-প্রতিষ্ঠার পরিমাণটুকু ম্লান হইয়া পড়ে এইজন্য পরের ভাল শুনিতে কষ্ট হয়। আর্থিক ক্ষেত্র দূরে থাকুক, পারমার্থিক রাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও অপরের পারমার্থিক উন্নতির কথা শুনিলে কাহারও কাহারও বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হয়। যখন কাহারও এরূপ চিত্তবৃত্তি উদিত হয় তখনই জানিতে হইবে, — তাহার হৃদয়ে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার লেশমাত্রও উদিত হয় নাই, হৃদয় জড় প্রতিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। কারণ ভাগবতধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম পরম নির্মৎসর সাধুদিগেরই ধর্ম। যেখানে এক গুরুভ্রাতা আর এক

গুরুভ্রাতার পারমার্থিক উন্নতি কিংবা হরি-গুরু-সেবায় অধিকতর নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া প্রফুল্ল হইবার পরিবর্তে ব্যথিত ও ম্লান হইয়া পড়েন, সেখানেই জানিতে হইবে—জড় প্রতিষ্ঠাশা পিশাচী ধৃষ্টা শ্বপচরমণী তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাই মনঃশিক্ষায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন ঃ—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ।।

এই শ্লোকাবলম্বনে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা লিখিয়াছেন তাহাও আমাদের এই দুর্দিনে আলোচ্য হওয়া উচিত ।

কপটতা হইলে দূর প্রবেশে প্রেমের পুর
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহুযত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে
কাপট্য রাখহ অতি দূরে।।
শুন মন, নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্তন।।
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভু-প্রেষ্ঠ পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর।।

তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া।।

তদর্থে যতনকে 'কৃষ্ণার্থে যত্ন' না বুঝিয়া যদি 'শ্বপচিনীর অর্থে যত্ন' বুঝি, তাহা হইলে প্রভুপ্রেষ্ঠের পদ ধারণ করিতে পারা যায় না।

যাবতীয় প্রতিষ্ঠা আমাদের গুরুদেবের সম্মুখেই নিত্যকাল প্রতীক্ষা করেন। আমাদের গুরুদেবের মত আর প্রতিষ্ঠা-সম্পত্তি জগতে কাহারও থাকিতে পারে না, কেহ তাঁহার প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, প্রতিযোগিতা করিলে তাহার 'অপ্রতিষ্ঠা' বা পতন অনিবার্য। নিখল-জগৎ সেবোন্মুখ সর্বেন্দ্রিয়ে আমাদের গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার আরতি করিলেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, তখন তাঁহারা বলিতে পারেন, "গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস" অভিমানই তাঁহাদের নিত্য প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠার পতাকা উত্তোলন করাই—বার্ষভানবীর প্রতিষ্ঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করাই প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা ;

সর্বশেষে এই নিবেদন যে সাজান গুরুবাদের অনুকরণমূলে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্তি হয় নাই। জগতের কোন একটি লোককে 'বড়' করিয়া দাঁড় করান জিনিষটা যেন বালকদের তালপাড়া খেলার মত। ঐ খেলায় ধরাধরি করিয়া যে যাহাকে তালগাছের আগায় উঠাইয়া দিতে পারে, সেই বড় হইয়া যায়। ইহাতে কোন যোগ্যতার

বিচার নাই। ইনি তাঁহাকে বাড়াইয়া দিলেন, তিনি ইহাকে বাড়াইয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই সেইদিকে ধূয়া ধরিতে থাকিলেন ; না ধরিয়াও উপায় নাই, তাহা না হইলে জগতের দশটা লোকের পর্যায়ে একটা লোক বলিয়াই গণ্য হইতে পারা যায় না। এইরূপভাবেই জগতের লোক জগতের লোকের দ্বারা 'বড়' বলিয়া পরিচিত। ইহাতে বালকদের তালের ভাগ পাওয়ার মত অনেক সময় একটা বন্দোবস্তও থাকে। দশচক্রে যেমন ভগবান্ পণ্ডিত ভূত হন, তেমনই দশচক্রে 'ভূত' ও ভগবান পণ্ডিত হইয়া থাকেন—ইহাই মায়ার জগতের নিয়ম। এরূপভাবে কপালগুণে কেহ হঠাৎ বড় বলিয়া উৎরাইয়া গেলে গণগড্ডলিকা প্রবাহগত লোকের তাহাকেই 'বড়' বলিয়া মানিয়া লয়—তাহার নামেনর ডঙ্কা বাজায়, নিশান উড়ায়—তাহাকে 'ধর্মবীর', 'কর্মবীর' বলিয়া পূজা করে—অনেক সভাসমিতি করিয়া তাঁহার গুণপনা ব্যাখ্যা করে—তাঁহাকে অভিনন্দন দেয় তাঁহার ছবিকে ফুলের মালা দিয়া সাজায়—নাচে, কাঁদে,—হুজুকে মাতিয়া আত্মবিস্মৃত হয়।

বৈষ্ণবাচার্য বা জগদ্গুরু এইরকম—মানুষের, দেবতার বা চৌদ্দ-ভুবনের কোন জীবনের কারখানায় তৈয়ারী 'বড়' নহেন, তিনি স্বতঃসিদ্ধ 'বড়'—তিনি জগতের লোকের ভোট লইয়া 'বড়' হন না—তিনি জগতের গড়া 'বড়' নহেন—তিনি ভগবানের নির্বাচিত 'বড়'। তাঁহার বড়ত্বের মধ্যে কোন অসম্পূর্ণতা নাই ; আর একজন 'বড়' আসিয়া সেই 'বড়'কে ম্লান করিয়া দিতে পারে না বা 'সেই ভগবন্নির্দিষ্ট 'বড়'র সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না। তিনি

ছোট জীবের সৃষ্টি করা 'বড়' নহেন। সর্বাপেক্ষা 'বড়' যিনি,—যাঁহার সমান বা যাঁহা হইতে অধিক বড় আর কেহ নাই, সেই বড় তাঁহাকে 'বড় বলিয়া নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন ; আর সেই অসমোর্দ্ধ্ব বড় পর্যন্ত সেই 'বড়'র পূজা করেন। আমরা এমন 'বড়'র এমন জগদ্গুরুর—এমন যুগাচার্য্যের পূজায় যেন আমাদের মাথা নত করিতে পারি—চিরতরে মাথা বিকাইতে পারি।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজায় প্রত্যভিভাষণ মুখে শ্রীগুরু-পূজার যে আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন তাহার সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব নিত্যানন্দও স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের আশ্রিত অভিমান করে সর্ব দেহে তাঁর সেবা করবার জন্য যত্ন করছেন । বিমুখিনী বৃত্তিতে আচ্ছন্ন থাকলে গৌরসেবা হয় না। যে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট স্থাপন করছেন, তিনিই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। "শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি * * * * যেন নিস্তারিতং জগৎ"।। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ভূতলে পূর্ব-গুরু পরম্পরা স্থাপিত হ'য়েছে। সেই শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করে কবে আমাকে তাঁর অনুগ্রহের পাত্র করবেন?

শ্রীরাধাগোবিন্দ সেবা ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন প্রকার কৃত্য বা লক্ষ্যীভূত বস্তু নাই। এই বিচার ও আচার আমি আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্মেই লক্ষ্য করেছি। অন্য দেবাদি পূজাও আত্মার লক্ষ্যীভূত বস্তু নয়, বরং আত্মার বিকাশের পক্ষে শ্লথভাব মাত্র ইহা

শ্রীগুরুপাদপদ্মেই দর্শন করিবার সৌভাগ্য পেয়েছি। শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টই জীবের আকাঙ্ক্ষার অবধি। অন্য কথাগুলি অমঙ্গল উৎপাদন করবার ব্যবস্থা মাত্র—এই শিক্ষা আমার গুরুপাদপদ্মই প্রদান করেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বতোভাবে নন্দনন্দনের সেবা করছেন। শ্রীগুরুদেবের এই শ্রীমূর্তি দর্শন না করা পর্যন্ত আমরা গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হই না। শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত মুহূর্তের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্য কোন কার্য নাই। ইহা লক্ষ্য না করলে আমরা গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করি না।

একমাত্র বিষয়বিগ্রহ নন্দনন্দন আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আকৃষ্টগণকে এমন করে আকর্ষণ করে রেখেছেন যে, তাঁদের অন্য কোনরকম বাসনা হয় না। এরূপ সেবাই আত্মার ধর্ম !

আশ্রয় জাতীয় ভেদাংশ বিচারে মায়া কর্তৃক অভিভূত আমাদিগকে কৃষ্ণ-মায়াশক্তি গ্রাস করছেন। জড় জগতে প্রভুত্ব করবার জন্য, জড়ের সঙ্গে আমাদের দরকার জানাবার জন্য মায়াশক্তি আমাদের নিকট কত প্রকারে ছলনা উপস্থিত করছেন। মায়া বহুরূপিণী সজ্জায় উপস্থিত হচ্ছেন।

আমরা আশ্রয়-জাতীয় সেবক—আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ নই। আমরা আশ্রয় জাতীয় বিগ্রহগণের আনুগত্যে সেবা করবার বুদ্ধি পরিত্যাগ করে, যদি আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ সাজবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করি, তাহলে আমাদের অহং-গ্রহোপাসনা হয়ে যাবে। আমরা ভেদাংশ—ভেদাংশ না হলে হরিবিমুখতা শিখবো কেন? হরি-

বিমুখজনগণকে আত্মীয় জ্ঞান করব কেন? নন্দনন্দনের প্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মে অনাত্মীয় জ্ঞান উপস্থিত হওয়ায় আমার এরূপ নানা দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হয়েছে। আমি মনে করি ইহারা আমার গ্রাসাচ্ছাদনের সহযোগিতা করলে না, সুতরাং ইহারা আমার শত্রু। আমরা সেবোন্মুখতার জন্য যাঁহারা সহায়তা করেন, তাঁহারই আমার মিত্র। আমার কৃষ্ণবিমুখতায় যাঁহারা সহায়তা করে, তাঁহারাই আমার ভীষণ শত্রু—এই বিচার ভুলে আমি বহির্মুখ কার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। নন্দনন্দনের প্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মের সেবাবিস্মৃতিই ইহার কারণ।

যাঁহাদের সৌভাগ্য অপেক্ষাকৃত কম, তাঁহারা বলেন,—সীতা-রামের উপাসনাই সর্বোত্তম। যাঁহাদের সৌভাগ্যের তদপেক্ষা কম, তাঁহারা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও চতুর্ব্যূহের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। যাঁহাদের সৌভাগ্য বলতে কিছু নাই, সেই সকল দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ নির্বিশেষ চিন্তায় আচ্ছন্ন হন। আবার কেহ কেহ সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ প্রভৃতির অবতারণা করে থাকেন। এইরূপে কৃষ্ণসেবা-বিমুখতা যার যত বাড়ে সে ততটা গুরুপাদপদ্ম ত্যাগ করবার জন্য ব্যস্ত হয়। যে যেরূপ কৃষ্ণবিমুখ, সে সেইরূপ কৃষ্ণবিমুখতাকেই 'গুরু' বলে বরণ করে। এইরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হলেই যিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপন করছেন সেই গুরুপাদপদ্মের শোভা দর্শনের জন্য আমাদের লোভ হয় না।

বর্তমান সময়ে প্রত্যেক বর্ষের প্রারম্ভে গুরুপাদপদ্ম সেবা আরম্ভ করে সমগ্র বৎসর গুরুপাদপদ্ম সেবা করব, পরজন্মেও গুরুপাদপদ্ম-সেবা করব। যদি গুরুপাদপদ্ম-সেবার ফলে আমাদের

কোনদিন মুক্ত জীবন হয়, তখনও আমরা গুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত বিশ্রম্ভ পাত্র হয়ে নন্দনন্দনের সেবা করব। গুরুপাদপদ্ম—নিত্য। তাঁর সঙ্গরাহিত্য যেন মুহূর্তের জন্য না হয়—মুহূর্তের জন্যও যেন গুরুপাদপদ্মের বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন না হই—অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে লব মাত্রও যেন গুরুপাদপদ্ম ছেড়ে না দিই—অন্য বাজে লোকের কোন পরামর্শ শুনে যেন গুরুপাদপদ্ম হতে বঞ্চিত না হই।"

এই সকল কথা ক্রমশঃ আরও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে। আমরা বিভিন্ন গুরুসেবকগণের মহিমা কীর্তনের আশাবন্ধও হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

——X——

নিম্নলিখিত সজ্জনগণ এই গ্রন্থ সংগঠনে সাহায্য করিয়াছেন :

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর

শ্রীত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী

,, শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি

,, শ্রীভক্তিহৃদয় বন

,, শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্বত

,, শ্রীভক্তিসম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ ; বি, এল্)

শ্রীঅতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বেদান্ত বাচস্পতি)

শ্রীযদুনন্দন দাসাধিকারী (বি, এ)

শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ

শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী (বি, এ)

শ্রীব্রহ্মদাস গোস্বামী

শ্রীগণেশচন্দ্র দেব

ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাস (এম, এ : পি, এইচ্, ডি ; লণ্ডন)

শ্রীনিমানন্দ দাসাধিকারী (বি, এজি ; বি টি)

শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী

শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী

২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৭

№ 1962